রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, অক্টোবর ৩, ২০০৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শাখা-৯

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৩ জুন ২০০৬

এস, আর, ও, নং ১৪৩-আইন/শ্রকম/শা-৯/সি-৩/২০০৬—Industrial Relations Ordinance, 1969 (Ordinance No. XXIII of 1969) এর section 37(2) এর বিধান মোতাবেক সরকার শ্রম আদালত, রাজশাহী'র নিম্নবর্ণিত মামলাসমূহের রায় ও সিদ্ধান্ত এতদ্‌সংগে প্রকাশ করিল, যথা ঃ—

ক্রমিক নং	মামলার নাম	নম্বর
(১)	আই,আর,ও, মামলা নং	৭২/২০০৫
(২)	" "	৮৯/২০০৫
(৩)	" "	৮৪/২০০৫
(৪)	" "	৫৯/২০০৫
(৫)	" "	৭১/২০০৫
(৬)	" "	৭৬/২০০৫
(৭)	" "	৬৭/২০০৫
(৮)	" "	৮১/২০০৫
(৯)	" "	৬৬/২০০৫

মূল ঃ টাকা ৩২.০০

ক্রমিক নং	মামলার নাম	নম্বর
(১০)	আই,আর,ও, মামলা নং	৮০/২০০৫
(১১)	" "	৭০/২০০৫
(১২)	" "	৬৮/২০০৫
(১৩)	" "	৪৭/২০০৫
(১৪)	" "	৬৯/২০০৫
(১৫)	" "	৮২/২০০৫
(১৬)	" "	৭৮/২০০৫
(১৭)	" "	৭৫/২০০৫
(১৮)	" "	৭৪/২০০৫
(১৯)	" "	৭৩/২০০৫
(২০)	" "	৭৯/২০০৫
(২১)	" "	৮৭/২০০৫
(২২)	" "	৬২/২০০৫
(২৩)	" "	৮৬/২০০৫
(২৪)	" "	৮৫/২০০৫
(২৫)	" "	৮৮/২০০৫
(২৬)	" "	৭৭/২০০৫
(২৭)	" "	৮/২০০৬
(২৮)	" "	৯/২০০৬
(২৯)	" "	৭/২০০৬
(৩০)	ডব্লিউ, সি, মামলা নং	১/২০০৬
(৩১)	ফৌজদারী মামলা নং	৫/২০০৫
(৩২)	অভিযোগ মামলা নং	২/২০০৫
(৩৩)	পি, ডব্লিউ, মামলা নং	১৩/২০০৫
(৩৪)	" "	৫/২০০৫

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

রণজিৎ কুমার বিশ্বাস
উপ-সচিব (সংস্থাপন)।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং ৭২/২০০৫

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ আব্দুল মান্নান, সভাপতি,

২। মোঃ মোফাজ্জল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক,

পাঁচগাছি ঘাট কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ-১২২৩,

পাঁচগাছি ঘাট, পোঃ ও জেলা কুড়িগ্রাম—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধিঃ ১। জনাব মোঃ শামসুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং ৫ তাং-১৫-১-০৬

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। মালিক ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমেঃ (১) জনাব এ, কে, এ, আতোয়া-এ-রাব্বি ও (২) জনাব মোঃ লোকমান হোসেন কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে নথি দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফা সূত্রে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক), ১(ক), ১(ক) (১), ১(খ)-১(ঘ), ২ হিসাবে প্রদানে চিহ্নিত হয়। পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলমের জবানবন্দী ও কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ এবং রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ পাঁচগাছি ঘাট কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১২২৩) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ১৯৯৭ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ১৫-১-৯৪ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত দাখিল করেছে যাহা এক্সিবিট-১(ঘ) দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় কিন্তু ১৯৯৭

সাল থেকে অদ্যাবধি কোন হিসাব বিবরণী দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধান (এক্সিবিট-২) এর ২৩ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ১০-৩-০৩, ৭-৭-০৩ ও ১১-১০-০৫ইং তারিখের স্মারক নং যথাক্রমে আরটিইউ/রাজ/৫৭১, ১১৯৭ ও ১৬৮০ মূলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপিসমূহ যথাক্রমে এক্সিবিট-১ (গ), ১(ঘ), ১(ক) এবং ১(ক) স্মারক প্রেরণের রেজিঃ রশিদ এক্সিবিট-১(ক) (১) এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর থেকে ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ ১৯৯৭ সাল থেকে দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষন করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ পাঁচগাছি ঘাট কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১২২৩) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই,আর,ও, মামলা নং-৮৯/২০০৫

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ আব্দুল কাদের জিলানী, সভাপতি দাবীদার,

২। মোঃ বকুল মোল্লা, সভাপতি দাবীদার,

সাঘাটা থানা রিক্সা ও ভ্যান চালক শ্রমিক ইউনিয়ন,

রেজিঃ নং রাজ-১৩১৩, সাঘাটা, জেলা গাইবান্ধা—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধিঃ ১। জনাব মোঃ আব্দুল আউয়াল, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং ৫ তাং-১৪-৩-০৬

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। মালিক ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমেঃ (১) জনাব এ্যাডঃ মোতাহার হোসেন ও (২) জনাব মোঃ আলাউদ্দিন খাঁন কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে নথি দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফা সূত্রে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আব্দুল আউয়াল, শ্রম কর্মকর্তা, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক), ১(খ), ১(গ), ১(গ) (১), ১(গ) (২), ১(ঘ) (১), ১(ঘ) (১), ১(ঙ), ১(ছ), ১(জ), ১(জ), (১), ২ হিসাবে প্রমানে চিহ্নিত হয়। পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আঃ আউয়ালের জবানবন্দী ও কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ সাঘাটা থানা রিক্সা ও ভ্যান চালক শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৩১৩) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন কার্যানির্বাহী কমিটির ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করে নাই। নির্বাচন কমিটির চেয়ারম্যান কর্তৃক ২৬-১-০৪ইং তারিখ ও ১০-৮-০৫ইং তারিখে স্বাক্ষরিত কমিটির ২টি নির্বাচনী ফলাফল ভ্রমাত্মকভাবে দাখিল করিলে ১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস কর্তৃক ৩-১০-০৫ইং তারিখের ১৫৯৭ নং স্মারকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক ইউনিয়নের নির্বাচন স্থগিত বিষয়ে জানিতে চাওয়া হয় কিন্তু ইউনিয়নের ২ জন সভাপতির দাবীদার থাকায় পত্রটি সংশ্লিষ্ট দপ্তরে ফেরত আসে। ইউনিয়নের গোপন ব্যালটের মাধ্যমে কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করিয়া ভিন্ন ভিন্ন কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করে এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৭(১) (ঞ) ধারা ও সংবিধানের ২৪ ধারা লংঘন করায় ১০(১) (গ) (ঝ) ধারা অনুযায়ী ইউনিয়নটির রেজিষ্ট্রেশন বাতিলযোগ্য হইতেছে।

দরখাস্তকারী রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন পক্ষে এক্সিবিট-১(ক) মূলে ইউনিয়নের নির্বাচন স্থগিত প্রত্যাহার বিষয়ে পত্র দিয়াছিলেন। এক্সিবিট-১(গ), ১(গ) (১), ১(গ) (২) অভিযোগ পত্র সমূহ ১ম পক্ষ কর্তৃক প্রাপ্ত হয় এবং নির্দেশিত হইয়া এক্সিবিট-১ (চ) মূলে সহকারী শ্রম পরিচালক, রংপুর কর্তৃক তদন্ত অন্তে অভিযোগের সত্যতা প্রমানিত হয় এবং ইউনিয়নটি সাংবিধানিকভাবে পরিচালিত হইতেছে না মর্মে তদন্ত প্রতিবেদন আসে। এক্সিবিট-১(ঘ) ও ১ (ঘ) (১) ২টি নির্বাচনী ফলাফল যথাক্রমে ২০-৮-০৫ ও ১৮-১-০৪ইং তারিখে ১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস কর্তৃক প্রাপ্ত হয় মর্মে প্রতীয়মান হয় যাহা দৃষ্টে অভিযোগের সত্যতা প্রমানিত হয়। প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন এক্সিঃ-১ (ছ) মূলে ২০০২ সাল পর্যন্ত ইউনিয়নের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল করে কিন্তু পরবর্তী সময়ে কোন রিটার্ন দাখিল করেছে তাহা প্রমানিত হয় না। সুতরাং এক্সিবিটকৃত কাগজাদি দৃষ্টে ১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক দায়েরকৃত অভিযোগসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে প্রমানিত হয় এবং দীর্ঘদিন যাবৎ ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করার বিষয় প্রমানিত হওয়ায় শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৭(১) (ঞ) ও ইউনিয়নের সংবিধানের ২৪ ধারার বিধান লংঘন হয় সেহেতু একতরফা সূত্রে ১ম পক্ষের মামলাটি প্রমানিত হওয়ায় এবং ২য় পক্ষ তাহার মামলা প্রমানে আদালতে হাজির না

হওয়ায় ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির রেজিষ্ট্রেশন শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(১)(গ)(ঝ) ধারা অনুযায়ী বাতিলের অনুমতি পাইবার হকদার হইতেছেন বিধায় মামলাটি মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ সাঘাটা থানা রিক্সা ও ভ্যান চালক শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৩১৩) বাতিলের অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই,আর,ও, মামলা নং-৮৪/২০০৫

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সরকার, সভাপতি,

২। মোঃ জয়নাল আবেদীন জসিম, সাধারণ সম্পাদক,

গাইবান্ধা জেলা হোটেল মিষ্টি ও চা দোকান শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন,

রেজিঃ নং রাজ-৮৭৩, স্টেশন রোড, গাইবান্ধা—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধি- ১। জনাব মোঃ আব্দুল আউয়াল, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং ৫ তাং-১৫-৩-০৬

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। মালিক ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমেঃ (১) জনাব এ্যাডঃ মোতাহার হোসেন ও (২) জনাব মোঃ আলাউদ্দিন খাঁন কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে দপ্তর নথি দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফা সূত্রে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আব্দুল আউয়াল, শ্রম কর্মকর্তা, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক), ১(ক)(১), ১(খ), ১(গ), ১(ঘ), ২ হিসাবে প্রমানে চিহ্নিত হয়। পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আঃ আউয়ালের জবানবন্দী, কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ গাইবান্ধা জেলা হোটেল মিষ্টি ও চা দোকান কর্মচারী ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-৮৭৩) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ২০০১ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিষ্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ২৬-৮-৯০ইং তারিখের পর ২৪-০২-২০০১ইং তারিখের পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পরবর্তীতে এক্সিবিট-১(গ) ও ১(ঘ) মূলে ২০০১-২০০৪ সাল পর্যন্ত দাখিলী রিটার্নগুলি সময়মত দাখিল না করিয়া এক সংগে ৩১-১০-০৫ইং তারিখে ১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিসে দাখিল করায় প্রতীয়মান হয় যে, আইন ও বিধি মোতাবেক ইউনিয়ন পক্ষে নির্বাচন অনুষ্ঠান ও রিটার্ন দাখিল হয় নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধানের (এক্সিবিট-২) ২৩ ধারার ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। এক্সিবিট-১(খ) দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২০০০ সাল পর্যন্ত বার্ষিক রিটার্ন সময়মত দাখিল করেছে। রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ২২-৯-০৫ইং তারিখের স্মারক নং আরটিইউ/রাজ/১৫২৫ মূলে রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরন করা হয় যাহার অফিস কপি এক্সিবিট-১(ক) এবং উক্ত স্মারক প্রেরনের রেজিঃ রশিদ এক্সিবিট-১(ক)(১) এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর ২৪-২-০১ইং তারিখের পর থেকে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ২০০১ সাল থেকে ইউনিয়নের বার্ষিক রিটার্ন নিয়মিত ও সময়মত দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমান লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্নিত কারনে অত্র আদালত অভিমত পোষন করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রমানিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ গাইবান্ধা জেলা হোটেল মিষ্টি ও চা দোকান শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-৮৭৩) বাতিলের অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণ ঃ- ১। জনাব এডভোকেট মোঃ মোতাহার হোসেন, মালিক পক্ষ।

২। জনাব মোঃ আলাউদ্দিন খান, শ্রমিক পক্ষ।

রায় প্রদানের তারিখ-০৩ রা জানুয়ারী/২০০৬

আই,আর,ও, মামলা নং-৫৯/২০০৫

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী ..... দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ আবুল হোসেন, সভাপতি,

২। মোঃ জুলকার নাইন, সাধারণ সম্পাদক,

জাতীয়তাবাদী রিক্সা শ্রমিক দল, রেজিঃ নং রাজ-১৩১২,

জেল রোড, গনেশতলা, দিনাজপুর ..... শ্রমিক পক্ষ।

প্রতিনিধিগন ঃ-১। জনাব মোঃ শামসুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষের প্রতিনিধি।

২। জনাব সাইফুর রহমান খান (রানা), প্রতিপক্ষের আইনজীবি।

রায়

ইহা দরখাস্তকারী রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী কর্তৃক ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা অনুযায়ী প্রতিপক্ষ জাতীয়তাবাদী রিক্সা শ্রমিক দল (রেজিঃ নং রাজ-১৩১২), জেল রোড, গনেশতলা, দিনাজপুর এর রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির নিমিত্ত মামলাটি আনীত হইয়াছে।

দরখাস্তকারীর মামলার সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, প্রতিপক্ষ দিনাজপুর জাতীয়তাবাদী রিক্সা শ্রমিক দল ইউনিয়নটি ১১-৩-৯৫ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রেশন লাভ করেন কিন্তু ইউনিয়নটি ৪-৬-৯৯ ইং তারিখের পর থেকে কার্যনির্বাহী কমিটির গোপন ব্যালটের মাধ্যমে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করে নাই। প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের সংবিধানের ২৪ ধারার বিধান অনুযায়ী ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচিত ব্যক্তিগণ ২ বৎসরের অধিক সময় দায়িত্ব পালনের অধিকার রাখেন না। প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৭(ঞ) ধারার বিধান লংঘনসহ ইউনিয়নের

সংবিধান লংঘন করায় এবং ইউনিয়নটি ১৯৯৮ হইতে ২০০০ সালের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় ১০-৫-২০০১, ২৯-৯-০২, ১৫-৬-০৩, ২৬-৬-০৪ ইং তারিখের বিভিন্ন স্মারকে রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রদান করা হয় কিন্তু প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে কোন তদ্বিরাদী গ্রহীত হয় নাই বা ২০০৪ সাল পর্যন্ত সময়ের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ ও ইউনিয়নের সংবিধানের বিধানাবলী লংঘন করায় শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা অনুযায়ী রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির প্রার্থনা করিয়া দরখাস্তকারী অত্র মামলাটি দায়ের করিয়াছেন।

অপরদিকে প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন আদালতে হাজির হইয়া লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া বলেন যে, প্রতিপক্ষ জাতীয়তাবাদী রিক্সা শ্রমিক দল, গনেশতলা, দিনাজপুর (রেজিঃ নং রাজ-১৩১২) ইউনিয়নটি নবীণ সংগঠন হওয়ায় এবং ইউনিয়নের সদস্যগণের প্রায় সকলেই অশিক্ষিত ও অজ্ঞ হওয়ার কারনে যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিতে পারে নাই বা আইনানুগ তদ্বিরাদী লইতে পারে নাই। প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে উথাপিত অভিযোগ দুইটি ইতিমধ্যে নিষ্পত্তি করেছে এবং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের বার্ষিক রিটার্ণ ও নির্বাচনী ফলাফল ইতিমধ্যেই দরখাস্তকারীর দপ্তরে জমা দিয়েছে। প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে ত্রুটি মার্জনা চেয়ে ও অংগীকার প্রদানে বন্ড হিসাবে গ্রহন করিয়া ক্ষমাপূর্বক ইউনিয়নটির রেজিষ্ট্রেশন বহাল রাখার আবেদন করে এবং তৎ কারণে দরখাস্তকারীর মামলাটি নামঞ্জুর করার আবেদন করে।

বিবেচ্য বিষয় ঃ

১। দরখাস্তকারী রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারার বিধান মোতাবেক প্রতিপক্ষ জাতীয়তাবাদী রিক্সা শ্রমিক দল, গনেশতলা, দিনাজপুর (রেজিঃ নং রাজ-১৩১২) ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি পাইবার আইনতঃ হকদার হইতেছেন।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

মামলাটির চূড়ান্ত শুনানীকালে দরখাস্তকারী রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী পক্ষে পি,ডাব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক মৌখিক সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষিত হন এবং কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ এবং উহাতে রক্ষিত কাগজাদি এক্সিবিট-১(ক), ১(ক)(১), ১(খ)-১(চ) হিসাবে প্রমানে চিহ্নিত হয়। অপরদিকে প্রতিপক্ষে পি ডাব্লিউ-১ মোঃ জুলকার নাইন সাগর প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের সভাপতি মৌখিক সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষিত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-ক, ক(১)-ক(৬), খ, খ(১), গ ও ঘ হিসাবে প্রমানে চিহ্নিত হয়। মামলাটিতে দরখাস্তকারী রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী পক্ষে নিযুক্তীয় বিজ্ঞ প্রতিনিধি এবং প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবির যুক্তিতর্ক শ্রবণ করা হয়।

দরখাস্তকারী রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী পক্ষে বিজ্ঞ প্রতিনিধি এইরূপ নিবেদন করেন যে, প্রতিপক্ষ জাতীয়তাবাদী রিক্সা শ্রমিক দল (রেজিঃ নং রাজ ১৩১২), জেল রোড, গনেশ তলা, দিনাজপুর ইউনিয়নটি রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর ৪-৬-৯৯ ইং তারিখ থেকে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করে নাই এবং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের ১৯৯৮ হইতে ২০০৩ সালের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল করে নাই এবং তৎ কারণে

ইউনিয়নটির রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ দেওয়া সত্বেও ইউনিয়ন পক্ষে কোন পদক্ষেপ বা তদ্বিরাদী গ্রহন না করায় ইউনিয়নটির রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির বক্তব্য প্রদান করেন। অপরদিকে প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবি তাহার যুক্তিতর্ক পেশ কালে উল্লেখ করেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি নবীন সংগঠন হওয়ায় এবং ইউনিয়নের সদস্যগণের প্রায় সকলেই অশিক্ষিত ও অজ্ঞ হওয়ার কারনে যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিতে পারে নাই এবং তদ্বিরাদী লইতে পারে নাই। প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে উত্থাপিত অভিযোগ ২টি ইতিমধ্যে নিস্পত্তি পূর্বক নির্বাচনী ফলাফল ও ইউনিয়নের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের রিটার্ন জমা দাখিল করেছে এবং অজ্ঞতার কারণের জন্য বিলম্বের ত্রুটি মার্জনার অংগীকার প্রদানকে বন্ড হিসাবে গ্রহন করিবার এবং ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বহাল রাখার আবেদনপূর্বক মামলাটি নামঞ্জুর করার নিবেদন করেন।

দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ প্রতিনিধি ও প্রতিপক্ষের নিযুক্তির বিজ্ঞ আইনজীবির বক্তব্য ও আদালতের রেকর্ডকৃত মৌখিক সাক্ষ্য পর্যালোচনা করিয়া আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, স্বীকৃত মতেই প্রতিপক্ষ জাতীয়তাবাদী রিক্সা শ্রমিক দল, দিনাজপুর ইউনিয়নের সদস্যগন রিক্সা শ্রমিক এবং তাহাদের পড়ালেখা জ্ঞান নাই। ডি, ডাব্লিউ-১ মোঃ জুলকার নাইন সাগর জেরায় স্বীকার করেছে যে, সে কোন রকমে পড়তে পারে এবং ৫ম শ্রেণী পাশ করেছে। প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের বার্ষিক রিটার্ণ ১৯৯৭ সালের পর থেকে দেয় নাই। ২৭-৯-০৫ ইং তারিখে নির্বাচন হয়েছে এবং সে বর্তমান মেয়াদের সভাপতি। স্বীকৃত মতেই প্রতিপক্ষের দাখিলী এক্সিবিট-ক, ক(১)-ক(৬), গ, ঘ(১) কাগজাদি দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে কার্যনির্বাহী কমিটির বর্তমান মেয়াদের নির্বাচন ২৭-৯-০৫ইং তারিখে অনুষ্ঠান করেছে এবং নির্বাচনী ফলাফল এক্সিবিট-খ সহ ৬বৎসরের বার্ষিক রিটার্ণ ২৭-১২-০৫ ইং তারিখে বিজ্ঞ আইনজীবির মাধ্যমে আদালতে দাখিল করেছে। অপরদিকে দরখাস্তকারী পক্ষে দাখিলী এক্সিবিট-১, ১(ক)-১(চ) কাগজাদি পর্যালোচনা করিয়া দেয়া যায় যে, বিভিন্ন স্মারকে ও তারিখে প্রতিপক্ষ বরাবর নির্বাচন না করা ও বার্ষিক দাখিল না করার কারণে রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রদান করেন। দরখাস্তকারী পক্ষের এক্সিবিট-১ ফাইল রক্ষিত এক্সিবিট-১(ঙ) দাখিলী বার্ষিক রিটার্ণ দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ১৯৯৭ সালের বার্ষিক রিটার্ণ বিলম্বে ১-১২-৯৮ইং তারিখে দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করেছে। প্রতিপক্ষের জবাবের বক্তব্যের পোষকতায় ডি, ডাব্লিউ-১ মোঃ জুলকার নাইন সাগর বর্তমান মেয়াদের সভাপতি করবরেটিভ সাক্ষ্য দিয়াছে এবং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির সদস্যদের অজ্ঞতার কারণে ভুলত্রুটি মার্জনা চেয়ে অংগীকার প্রদান পূর্বক ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বহাল রাখার আবেদন জানিয়েছে। ইউনিয়ন পক্ষে এক্সিবিট-খ নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীসহ অন্যান্য কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরীত হইয়াছে এবং নির্বাচনের পোষকতায় নির্বাচনী বিজ্ঞাপ্তি এক্সিবিট-খ(১), নোটিশ বই এক্সিবিট-গ, সভার কার্যবিবরণী রেজিষ্টার এক্সিবিট-ঘ প্রমানে এসেছে এবং উক্ত বক্তব্যের করবয়েটিভ প্রমান পাওয়া যায়। প্রাপ্ত সাক্ষ্য দৃষ্টে ইহাই প্রতয়িমান হয় যে, প্রতিপক্ষ জাতীয়তাবাদী রিক্সা শ্রমিক দল, দিনাজপুর (রেজিঃ নং রাজ-১৩১২) ইউনিয়নটি ১১-৩-৯৫ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্ত একটি নবীণ ট্রেড ইউনিয়ন এবং ইউনিয়নটির সদস্যগন অশিক্ষিত রিক্সা শ্রমিক এবং তাহাদের পক্ষে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশে বর্ণিত বিধানাবলী এবং নির্বাচন সংক্রান্ত পদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে আইনানুগ জ্ঞান না থাকার বিষয় আদালতের নিকট অনুমিত হয়। প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে জবাবে ভুলত্রুটি মার্জনা করতঃ অংগীকারকে বণ্ড হিসাবে গ্রহন করিয়া ভবিষ্যতে আর ভুল হইবে না মর্মে উল্লেখ করেছে। সাক্ষ্য থেকে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে কাউন্টার কোন দাবীদার পক্ষ আদালতে আসে নাই এবং তৎ কারণে নির্বাচিত ১৪ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি এক্সিবিট-খ সংবিধান মোতাবেক ২ বৎসর মেয়াদে বলবৎ থাকিবে।

সুতরাং দরখাস্তকারী-১ম পক্ষের অফিস আদালতে দাখিলী এক্সিবিট-ক, ক(১)-ক(৬) বার্ষিক হিসাব বিবরণী ও এক্সিবিট-খ নির্বাচনী ফলাফল পরীক্ষাপূর্বক ইউনিয়নের সদস্যগণের অশিক্ষা ও অজ্ঞতার দিক বিবেচনায় আনিয়া ইউনিয়নের বিলম্বজনিত ত্রুটি মার্জনা যোগ্য হওয়ায় ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখা হইল এবং ভবিষ্যতে আইন ও বিধি লংঘন না করিয়া নির্বাচনী ফলাফল ও বার্ষিক রিটার্ণ দাখিলের পরামর্শ দেওয়া গেল এবং তৎকারণে conpassionate গ্রাউন্ডে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বহাল রাখা যায় মর্মে অত্র আদালত উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাই দরখাস্তকারীর মামলাটি নামঞ্জুরযোগ্য হইতেছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি দ্বিপক্ষ বিচারে বিনা খরচায় নামঞ্জুর (disallowed) হয়। প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন কর্তৃক আদালতে দাখিলী এক্সিবিট-ক, ক(১)-ক(৬) বার্ষিক-রায়ের রিটার্ণ ও নির্বাচনী ফলাফল ১ম পক্ষের অফিস গ্রহণ করিবেন এবং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটিকে ভবিষ্যতে যথাসময়ে আইন ও বিধি মোতাবেক আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ ও নির্বাচনী ফলাফল দাখিলের নির্দেশ দেওয়া গেল, ব্যর্থতার দরখাস্তকারী পরবর্তীতে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই,আর,ও, মামলা নং-৭১/২০০৫

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী ..... দরখাস্তকারী।

বনাম

১। শ্রী অসিত কুমার সাহা, সভাপতি,

২। মোঃ শামীম আহম্মেদ, সাধারণ সম্পাদক,
নওগাঁ চাউল ব্যাপারী কল্যাণ সমিতি, রেজিঃ নং রাজ-১৯৪০,
আলুপট্টি, পার-নওগাঁ, জেলা-নওগাঁ ..... প্রতি পক্ষ।

প্রতিনিধিগণ ঃ-১। জনাব মোঃ আলমুতাজিদুল ইসলাম, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং-৬ তাং-০৪-০১-০৬

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। মালিক ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমে (১) জনাব এ্যাড়ঃ মোতাহার হোসেন ও (২) জনাব মোঃ আলাউদ্দিন খান কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানির জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমুলে নথি দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফাসূত্রে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আলমুতাজিদুল ইসলাম, শ্রম কর্মকর্তা, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হইল এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক), ১(ক)/১ ও ১(খ) হিসাবে প্রথমে চিহ্নিত হয়। পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আলামুতাজিদুল ইসলামের জবানবন্দী ও কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ এবং রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ নওগাঁ চাউল ব্যাপারী কল্যাণ সমিতির রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৯৪০) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ২০০০ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিষ্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ১৩-৯-২০০০ইং তারিখে রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল এবং ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী অধ্যাবধি দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধানের ২২ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ১১-৭-২০০৪ ইং তারিখের স্মারক নং-আরটিইউ/রাজ/১২৩৬ (এক্সিবিট-১(ঘ) এবং ২২-৯-২০০৫ইং তারিখের স্মারক নং-আরটিইউ/রাজ/১৫২৬ (এক্সিবিট-১(ক) মূলে রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপিসমূহ এবং ১৫২৬নং স্মারক প্রেরণের রেজিঃ ডাক রশিদ (এক্সিবিট-১(ক)/১) এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর থেকে ২ বৎসর পর পর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমান লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতয়িমান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষন করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রেশন অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রমানিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ নওগাঁ চাউল ব্যাপারী কল্যাণ সমিতির রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজঃ-১৯৪০) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই,আর,ও, মামলা নং-৭৬/২০০৫

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী ..... দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ মজিবর রহমান, সভাপতি,

২। মোঃ পানদ্দি সেখ, সাধারণ সম্পাদক,
শ্যালোঘাট কুলি ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-১৪৮৮),
রমান শ্যালোঘাট, চিলমারী, কুড়িগ্রাম ..... প্রতি পক্ষ।

প্রতিনিধিগণ ঃ-১। জনাব মোঃ আলমুতাজিদুল ইসলাম, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং-৫ তাং-০৮-০১-০৬

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (১) জনাব এ্যাডঃ মোতাহার হোসেন কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (২) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম দুলাল কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানির জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে নথি দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফাসূত্রে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আলমুতাজিদুল ইসলাম, শ্রম কর্মকর্তা, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক), ১(ক)(১), ১(খ)-১(ঘ), ২, ২(ক) ও হিসাবে প্রথমে চিহ্নিত হয়। পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আলামুতাজিদুল ইসলামের জবানবন্দী ও কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ এবং রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ রমনা শ্যালোঘাট কুলি ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৪৮৮) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ১৯৯৮ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিষ্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ১১-১২-৯৬ইং তারিখে রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির ১৯৯৬-১৯৯৭ সালের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ করিয়াছে যাহা এক্সিবিট-২

(৯৭ সালের রিটার্ণ) ও এক্সিবিট-২(ক) (৯৬ সালের রিটার্ণ) দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় কিন্তু ১৯৯৮ সাল থেকে অদ্যাবধি কোন হিসাব বিবরণী দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধান (এক্সিবিট-৩) এর ২৩ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ১২-৪-০১ ইং তারিখের স্মারক নং-ধুশ্রপ/রাজ/টিইউ-১৩৬৫/৯৬/৫২৭, ২১-১-৪৩, ২৭-৯-০৪ ও ১১-১০-০৫ইং তারিখের স্মারক নং-আরটিইউ/রাজ/ ২৪৯, ১৮৪৭ ও ১৬৭৭ মূলে রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপিসমূহ যথাক্রমে ১(ঘ), ১(গ), ১(খ), ১(ক) এবং ১৯৭৭নং স্মারক (এক্সিবিট-১(ক) প্রেরণের রেজিঃ ডাক রশিদ ১(ক)(১) এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর থেকে ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ ১৯৯৮ সাল থেকে অদ্যাবধি দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমান লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষন করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রশন অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রমানিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফা সুত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ রমনা শ্যালোঘাট কুলি ইউনিয়ন, কুড়িগ্রাম এর রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজঃ-১৪৮৮) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই,আর,ও, মামলা নং-৬৭/২০০৫

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী ..... দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ ইছহাক আলী, সভাপতি,

২। মোঃ আকবর আলী, সাধারণ সম্পাদক,
গাইবান্ধা পাট গোডাউন শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ-১৩৫৮,
ডি,বি, রোড, রেলগেট, জেলা-গাইবান্ধা ..... প্রতি পক্ষ।

প্রতিনিধিগণ ঃ-১। জনাব মোঃ আলমুতাজিদুল ইসলাম, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং-৫ তাং-০৮-০১-০৬

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। মালিক ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (১) জনাব এ্যাডঃ মোতাহার হোসেন ও (২) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম দুলাল কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানির জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে নথি দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফাসূত্রে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আলমুতাজিদুল ইসলাম, শ্রম কর্মকর্তা, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক), ১(ক)(১), ১(খ)-১(ঘ)(১), ১(গ), ২ ও ৩ হিসাবে প্রথমে চিহ্নিত হয়। পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আলমুতাজিদুল ইসলামের জবানবন্দী ও কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ এবং রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ গাইবান্ধা পাট গোডাউন শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৩৫৮) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ১৯৯৯ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিষ্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ২৬-৮-৯৫ইং তারিখে রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্তির পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত দাখিল করেছে যাহা এক্সিবিট-২ দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় কিন্তু ১৯৯৯ সাল থেকে অদ্যাবধি কোন হিসাব বিবরণী দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধান (এক্সিবিট-৩) এর ২৪ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ৪-১-০৩ ১৫-৬-০৩ ও ২২-৯-০৫ ইং তারিখের স্মারক নং যথাক্রমে আরটিইউ/রাজ/১১, ১২১৭ ও ১৫৩৩ মূলে রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপিসমূহ এবং (এক্সিবিট-১(খ) স্মারক প্রেরণের রেজিঃ ডাক রশিদ এক্সিবিট-১(খ)(১) ও এক্সিবিট-১(ক) স্মারক প্রেরণের রেজিঃ ডাক রশিদ এক্সিবিট-১(ক)(১) এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ থেকে ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ ১৯৯৯ সাল থেকে দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমান লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষন করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রেশন অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রমানিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ গাইবান্ধা পাট গোডাউন শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজঃ-১৩৫৮) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিতঃ—মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং-৮১/২০০৫

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী——দরখাস্তকারী

বনাম

১। মোঃ ওয়াজেদ আলী, সভাপতি,
২। মোঃ আনোয়ার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক,কামারখন্দ থানা ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ-১৬৬৮,জামতৈল, পোঃ-জামতৈল, থানাঃ-কামারখন্দ, জেলা সিরাজগঞ্জ —প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধিঃ—১। জনাব মোঃ আলমুতাজিদুল ইসলাম, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং -৪ তাং ০৮-০১-০৬

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বিরাদি নাই। মালিক ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমে (১) জনাব এ্যডঃ মোতাহার হোসেন ও (২) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম দুলাল কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্ত কারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে নথি দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফা সূত্রে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আলমুতাজিদুল ইসলাম, শ্রম কর্মকর্তা, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক), ১(ক)(১), ১(খ), ১(গ), ১(ঘ),. ২ হিসাবে প্রমানে নিহ্নিত হয়। পি, ডাব্লিউ-১

মোঃ আলমুত্তাজিদুল ইসলামের জবানবন্দী ও কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ এবং রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ কামারখন্দ থানা ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৬৬৮) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ২০০৩ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুসারে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ২২-৪-৯৮ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যায়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত দাখিল করেছে যাহা এক্সিবিটি-১(ঘ) দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় কিন্তু ২০০৩ সাল থেকে অদ্যাবধি কোন হিসাব বিবরণী দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধান (এক্সিবিট-২) এর ২৪ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছেন। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ২-১২-০২, ১৭-৬-০৩ ও ২২-৯-০৫ ইং তারিখের স্মারক নং যথাক্রমে আরটিইউ/রাজ/২৬৫৬, ১২৩৮ ও ১৫২৯ মূলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপিসমূহ যথাক্রমে এক্সিবিট-১(গ), ১(খ), ১(ক) এবং ১৫২৯ নং স্মারক প্রেরণের রেজিঃ রশিদ এক্সিবিট-১ (ক)(১) এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর থেকে ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ ২০০৩ সাল থেকে দাখিল করেছে মর্মে কোন স্বাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

এতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ কামারখন্দ থানা ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৬৬৮) বাতিলের অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিতঃ— মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং-৬৬/২০০৫

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী——দরখাস্তকারী

বনাম

১। মোঃ সিরাজুল ইসলাম, সভাপতি,

২। মোঃ শাহজান আলী, সাধারণ সম্পাদক,

কুড়িগ্রাম নৌকা মালিক সমিতি, রেজিঃ নং রাজ-১৫০৩, সি এন্ড বি ঘাট, পোঃ ও জেলা কুড়িগ্রাম—প্রতিপক্ষ

প্রতিনিধিঃ—১। জনাব মোঃ আলমুতাজিদুল ইসলাম, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং—৫ তাং ১৫-০১-০৬

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। মালিক ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় (১) জনাব এ, কে, এ আতোয়ার-এ-রাব্বি ও (২) জনাব মোঃ লোকমান হোসেন কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তি মূলে নথি দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফাসূত্রে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আলমুতাজিদুল ইসলাম, শ্রম কর্মকর্তা, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফমানা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হয় এবং দাখিলী কাগজাদী এক্সিবিট-১, ১(ক), ১(ক)(১), ১(খ), ১(গ), ১(ঘ), ২ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডাব্লিউ-১, মোঃ আলমুতাজিদুল ইসলামের জবানবন্দী ও কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ এবং রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ কুড়িগ্রাম নৌকা মালিক সমিতির রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৫০৩) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ২০০১ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন গত ৭-১-৯৭ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর ০৪-৫-০১ ইং তারিখের পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালেটর মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক রিটার্ণ ২০০৪ সাল পর্যন্ত দাখিল করেছে যাহা এক্সিবিট-১(খ), দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় কিন্তু ২০০১ সাল থেকে অদ্যাবধি কোন হিসাব বিবরণী দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল

করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধান (এক্সিবিট-২) এর ২২ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ১৮-১-০৩, ২৬-০৫-০৪ ও ১১-১০-০৫ ইং তারিখের স্মারক নং যথাক্রমে আরটিইউ/রাজ/২২৭,৯২২ ও ১৬৮৫ মূলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপিসমূহ যথাক্রমে এক্সিবিট-১(গ), ১(ঘ), ১(ক) এবং ১(ক) স্মারক প্রেরণের রেজিঃ রসিদ এক্সিবিট-১(ক) (১) এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর থেকে ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ইউনিয়নের আয়-ব্যায়ের বার্ষিক রিটার্ণ ২০০১ সাল থেকে দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ কুড়িগ্রাম নৌকা মালিক সমিতির রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৫০০) বাতিল করিয়া অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিতঃ— মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং-৮০/২০০৫

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী——দরখাস্তকারী

বনাম

১। মোঃ মতিয়ার রহমান, সভাপতি,

২। মোঃ হারুনার রশিদ, সাধারণ সম্পাদক,

গাইবান্ধা ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ কর্মচারী শ্রমিক ইউনিয়ন,

রেজিঃ নং রাজ-১৫০৬, ডি, বি, রোড, পোঃ ও জেলা-গাইবান্ধা—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধি ঃ—১। জনাব মোঃ শামসুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং—৪ তাং-১৫-১-০৬

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। মালিক ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমে (১) জনাব এ, কে, এ, আতোয়া-এ-রাব্বি ও (২) জনাব মোঃ লোকমান হোসেন কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্ত-কারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে নথি দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফাসূত্রে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলম, সহকারী পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক), ১(ক)(১), ১(খ), ২ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলমের জবানবন্দী ও কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ এবং রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ গাইবান্ধা ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ কর্মচারী শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৫০৬) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ২০০০ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ১২-১-৯৭ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর ২২-৮-২০০০ ইং তারিখের পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ন ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত দাখিল করেছে যাহা এক্সিবিট-১(খ) দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় কিন্তু ২০০০ সাল থেকে অদ্যাবধি কোন হিসাব বিবরণী দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধান (এক্সিবিট-২) এর ২৫ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ১৯-৭-০৪ ইং তারিখের ১৩৫৬ নং স্মারকমূলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপি এক্সিবিট-১(ক) এবং উক্ত স্মারক প্রেরণের রেজিঃ রসিদ এক্সিবিট-১(ক)(১) এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর ২২-৮-২০০০ ইং তারিখের পর থেকে ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ ২০০০ সাল থেকে দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ গাইবান্ধা ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ কর্মচারী শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৫০৬) বাতিলের অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ

চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিতঃ— মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং-৭০/২০০৫

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী

বনাম

১। শ্রী মুক্তা দে, সভাপতি,

২। মোঃ ওসমান গনি, সাধারণ সম্পাদক,
উলিপুর বাজার দোকান কর্মচারী ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ-১৫৯৪, শহীদ মিনার সংলগ্ন, কাচারী পাড়া, উলিপুর, কুড়িগ্রাম—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধিঃ—১। জনাব মোঃ আলমুতাজিদুল ইসলাম,-দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং—৫ তাং ২৯-০১-০৬

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (১) জনাব মোরতোজা রেজা কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (২) জনাব মোঃ কামরুল হাসান কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে নথি দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ে সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফাসূত্রে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আলমুতাজিদুল ইসলাম, শ্রম কর্মকর্তা, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১,

১(ক), ১(ক)(১), ১(খ)-১(ঙ)) ও হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আলমুতাজিদুল ইসলামের জবানবন্দী ও কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ এবং রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ উলিপুর বাজার দোকান কর্মচারী ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-১৫৯৪) এর রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ১৯৯৭ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ২৯-৯-৯৭ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন লাভের পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল এবং ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের কোন হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ অদ্যাবধি দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধান (এক্সিবিট-২) এর ২৪ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ২-৯-০২, ২০-১-০৩, ৮-৭-০৪ ও ১১-১০-০৫ ইং তারিখের স্মারক নং যথাক্রমে আরটিইউ/রাজ/১৭৮২, ১৭৮৩, ২৪৮, ১২২৩ ও ১৬৭৯ মূলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপিসমূহ যথাক্রমে এক্সিবিট-১(ঙ), ১(ঘ), ১(গ), ১(খ), ১(ক), স্মারক প্রেরণের রেজিঃ রসিদ ১(ক)(১) এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর থেকে ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফাসূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ উলিপুর বাজার দোকান কর্মচারী ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৫৯৪) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিতঃ— মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং-৬৮/২০০৫

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী——দরখাস্তকারী

বনাম

১। মোঃ আব্দুল লতিফ, সভাপতি,

২। মোঃ গোলাম আজম, সাধারণ সম্পাদক,
রাজিবপুর থানা গারোয়ান শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ-১৪২৩, রাজিবপুর,
জেলা-কুড়িগ্রাম—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধিঃ-১। জনাব মোঃ আলমুতাজিদুল ইসলাম, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং-৫ তাং ৩০-১-০৬

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (১) জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (২) জনাব মোঃ কামরুল হাসান কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে নথি দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফা সূত্রে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আলমুতাজিদুল ইসলাম, শ্রম কর্মকর্তা, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক), ১(ক)(১), ১(খ), ১(গ) ও ২ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আলমুতাজিদুল ইসলামের জবানবন্দী, কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ রাজিবপুর থানা গারোয়ান শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৪২৩) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ২০০১ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ১৮-১-৯৬ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন লাভের পর ১৮-৮-০২ ইং তারিখের পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ ২০০১ সাল পর্যন্ত দাখিল করেছে যাহা এক্সিবিট-১(গ) দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় কিন্তু ২০০২ সাল থেকে অদ্যাবধি কোন হিসাব বিবরণী

দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধান (এক্সিবিট-২) এর ২৩ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্ট্রার অব ইউনিয়ন অফিস থেকে ৬-১-০৫ ও ১১-১০-০৫ ইং তারিখের স্মারক নং যথাক্রমে আরটিইউ/রাজ/৩৭ ও ১৬৮৭ মূলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপিসমূহ যথাক্রমে এক্সিবিট-১(খ) ও ১(ক) এবং ১৬৮৭ নং স্মারক প্রেরণের রেজিঃ ডাক রসিদ এক্সিবিট-১(ক)(১) এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর ২০০২ সাল থেকে ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ইউনিয়নের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফাসূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ রাজিবপুর থানা গারোয়ান শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৪২৩) বাতিলের অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ- মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং-৪৭/২০০৪

১। শ্রী মনোজ কুমার বসাক, পিতা-মৃত নারায়ন চন্দ্র বসাক, সভাপতি

২। মোঃ বাবুল সেখ, পিতা-মিজানুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক
বন্দর শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ-২১০৩,
প্রধান কার্যালয় বাংলাহিলি, থানা-হাকিমপুর, জেলা-দিনাজপুর.....দরখাস্তকারী।

বনাম

১। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

২। মোঃ সেরেগুল ইসলাম, পিতা-জমির মুন্সি, সাং-উত্তর বাসুদেবপুর (মুন্সিপাড়া),

৩। মোঃ সফিউল ইসলাম, পিতা-ইউনুস মুন্সি, সাং- উত্তর বাসুদেবপুর (মুন্সিপাড়া),

৪। মোঃ সাজ্জাদ আইদার (হায়দার) (ছোটন), পিতা-মৃত মুসা মুন্সি, সাং-উত্তর বাসুদেবপুর (ধরন্দা),

৫। মোঃ আনোয়ার হোসেন (মিন্টন), পিতা-ইউনুস মুন্সি, সাং-উত্তর বাসুদেবপুর (মুন্সিপাড়া),
৬। মোঃ সিরাজ উদ্দীন, পিতা-আজিমুদ্দীন, সাং-ধরন্দা,
৭। মোঃ আবু তালেব, পিতা-লুৎফর রহমান, সাং-ধরন্দা,
৮। শ্রী ভুদের সরকার, পিতা-শ্রী শরৎ সরকার, সাং-চন্ডিপুর,
৯। মোঃ সাহিনুর ইসলাম, পিতা-মৃত ভবেস, সাং-ধরন্দা,
১০। ইস্তাক মুন্সি (স্বপন), পিতা-মাসুদ মুন্সি, সাং-উত্তর বাসুদেবপুর (মুন্সিপাড়া),
১১। মোঃ জামাল উদ্দিন, পিতা-অফেজ মন্ডল,

সর্বথানা-হাকিমপুর, পোঃ-বাংলাহিলি, জেলা দিনাজপুর.....প্রতিপক্ষগণ।

প্রতিনিধিগণ ঃ- ১। জনাব মোঃ কোরবান আলী, দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।
২। জনাব মোঃ শামসুল আলম, ১নং প্রতিপক্ষের প্রতিনিধি।
৩। জনাব সাইফুর রহমান খান (রানা), ২-১১ নং প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং-২৯, তাং-৩০-০১-০৬

অদ্য মামলাটি সাক্ষী পরীক্ষার জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী ১ জন সাক্ষীর হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। ১ নং প্রতিপক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। ১নং হইতে অবশিষ্ট প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী হাজিরা দাখিল করিয়াছেন এবং অপর এক দরখাস্ত দ্বারা সোলেনামা গ্রহণ করার (Adopt) দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন। মালিক ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমে (১) জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা ও (২) জনাব মোঃ কামরুল হাসান কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী এক দরখাস্ত দাখিল করিয়া মামলাটি উঠাইয়া লইবার জন্য আবেদন করিয়াছেন।

৩নং বিবাদী কাজী শফিউল ইসলাম এবং ৪ ও ৭নং বিবাদী সাজ্জাদ হায়দার (ছোটন) ও আবু তালেব পৃথক পৃথক দরখাস্ত দিয়া সোলেনামা অ্যাডপ্ট করিয়া সোলেনামাটি গ্রহণের আবেদন করিয়াছেন। দাখিলী সোলেনামা দাখিলের প্রেক্ষিতে উভয় পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীবৃন্দের বক্তব্য শ্রবণ করা হইল। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন পক্ষে তাহার প্রতিনিধির বক্তব্য শ্রবণান্তে প্রতীয়মান হয় যে, রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের বিজ্ঞ প্রতিনিধি সোলেনামাটি ত্রুটিপূর্ণ থাকায় অগ্রাহ্যের আবেদন করেন। দাখিলী সোলেনামাটি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মামলার ২নং দরখাস্তকারী বাবুল সেখ কর্তৃক সোলেনামাটি স্বাক্ষরিত হয় নাই। সুতরাং সোলেনামাটি ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় অগ্রহ্য করা হইল। তবে মামলাটি উঠাইয়া লইবার দরখাস্তের পোষকতায় পি, ডাব্লিউ-১ শ্রী মনোজ কুমার বসাক ১নং দরখাস্তকারীর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হয়। রেকর্ডকৃত জবানবন্দী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, দরখাস্তকারী পক্ষ মামলাটি পরিচালনা করিবেন না এবং মামলাটি উঠাইয়া লইবার অনুমতি চেয়েছেন। বিজ্ঞ কৌশলীবৃন্দের বক্তব্য শ্রবণান্তে প্রতীয়মান হয় যে, দরখাস্তকারী পক্ষে মামলাটি বিনা শর্তে উঠাইয়া লইবার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে মর্মে বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সংগে অত্র আদালত একমত পোষণ করেন।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি দরখাস্তকারী পক্ষে উঠাইয়া লইবার অনুমতি দেওয়া গেল এবং তৎসহ অত্র মামলাটি নিস্পত্তি করা হইল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ- মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং-৬৯/২০০৫

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী.....**দরখাস্তকারী।**

বনাম

১। মোঃ শফিউর রহমান, সভাপতি,

২। মোঃ সরবেশ আলী, সাধারণ সম্পাদক, রৌমারী-রাজিবপুর রিক্সা ও ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ-১২১১, কতীখারী বাজার, যাদুরচর, রৌমারী, কুড়িগ্রাম.....**প্রতিপক্ষ।**

প্রতিনিধি ঃ- জনাব মোঃ আলমুতাজিদুল ইসলাম, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং-৬, তাং-৩১-০১-০৬

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনীনর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (১) জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (২) জনাব মোঃ কামরুল হাসান কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে নথি দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফা সূত্রে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আলমুতাজিদুল ইসলাম, শ্রম কর্মকর্তা, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক), ১(ক)(১), ১(খ)-১(ঙ) ও ২ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আলমুতাজিদুল

ইসলামের জবানবন্দী ও কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা অনুযায়ী প্রতিপক্ষ রৌমারী-রাজিবপুর রিক্সা ও ভ্যাট শ্রমিক ইউনিয়নে রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১২১১) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ১৯৯৮ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ২-৮-৯৪ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্ত কারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত দাখিল করেছে যাহা এক্সিবিট-১(ঙ) দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় কিন্তু ১৯৯৮ সাল থেকে অদ্যাবধি কোন রিটার্ণ দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার সংবিধান (এক্সিবিট-২) এর ২৩ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ৫-৩-০২, ২-১২-০২, ১২-৭-০৪ ও ১১-১০-০৫ইং তারিখের স্মারক নং যথাক্রমে আরটিইউ/রাজ/৪৮৭, ২৬৫২, ১২৪৫ ও ১৬৮১ মুলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপিসমূহ যথাক্রমে এক্সিবিট-১(ঘ), ১(গ), ১(খ), ১(ক) এবং ১৬৮১ স্মারক প্রেরণের রেজিঃ রশিদ এক্সিবিট-১(ক)(১) এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর থেকে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ ১৯৯৮ সাল থেকে দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিদায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ রৌমারী-রাজিবপুর রিক্সা ও ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১২১১) বাতিলের অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ- মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং-৮২/২০০৫

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী.....দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ শাহ আলম মিয়া, সভাপতি,

২। মোঃ হাফিজুর রহমান (বুলু), সাধারণ সম্পাদক, কুড়িগ্রাম পৌর কর্মচারী সংসদ, রেজিঃ নং রাজ-১৫৬৬, কুড়িগ্রাম পৌরসভা, জেলা কুড়িগ্রাম.....প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধি ঃ- জনাব মোঃ আলমুতাজিদুল ইসলাম, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং-৬, তাং-০১-০২-০৬

অদ্য মামলাটি আদেশের জন্য দিন ধার্য আছে। নথি আদেশের জন্য পেশ করা হইল।

গত ৩১-০১-০৬ইং তারিখে কোর্ট গঠিত হয়েছে এবং একতরফাসূত্রে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আলমুতাজিদুল ইসলাম, শ্রম কর্মকর্তা, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হয়েছে এবং কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক), ১(ক)(১), ১(খ)-১(ঘ) ও ২ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়েছে। পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আলমুতাজিদুল ইসলামের জবানবন্দী, কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ কুড়িগ্রাম পৌর কর্মচারী সংসদের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৫৬৬) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ১৯৯৭ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ৩০-৭-৯৭ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর ২৮-৮-২০০০ইং তারিখের পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল এবং ১৯৯৭ সালে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর থেকে অদ্যাবধি কোন রিটার্ণ দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধান (এক্সিবিট-২) এর ২৪ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ৫-৫-০৩, ২১-১-০৪, ২৮-৬-০৫ ও ১১-১০-০৫ইং তারিখের স্মারক নং যথাক্রমে আরটিইউ/রাজ/৯১৩, ১৬৯, ১১১৬ ও ১৬৮৩ মূলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপিসমূহ যথাক্রমে এক্সিবিট-১(ঘ), ১(গ), ১(খ),১(ক) এবং ১৬৮৩ নং স্মারক প্রেরণের রেজিঃ রশিদ এক্সিবিট-১(ক)(১) এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী ৩০-৭-৯৭ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন লাভের পর ২৮-৮-২০০০ইং তারিখের পর থেকে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ১৯৯৭ সাল থেকে ইউনিয়নের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেছে মর্মে

কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফাসূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ কুড়িগ্রাম পৌর কর্মচারী সংসদের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৫৬৬) বাতিলের অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ- মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং-৭৮/২০০৫

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী.....**দরখাস্তকারী।**

বনাম

১। মোঃ আবুল কালাম আজাদ, সভাপতি,

২। মোঃ আবু তালেব, সাধারণ সম্পাদক, গোবিন্দগঞ্জ থানা রাজমিস্ত্রি শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ-১০৫৭, গোলাপগঞ্জ বাজার, গোবিন্দগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা.....প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধি ঃ- ১। জনাব মোঃ আবদুল আউয়াল, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং-৫, তাং-০১-০২-০৬

অদ্য মামলাটি আদেশের জন্য দিন ধার্য আছে। নথি আদেশের জন্য পেশ করা হইল। গত ৩১-০১-০৬ইং তারিখে কোর্ট গঠিত হয়েছে এবং একতরফাসূত্রে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আবদুল আউয়াল, শ্রম কর্মকর্তা, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হয়েছে এবং কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক), ১(ক)(১), ১(খ)-১(ঘ) ও ২ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়েছে। পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আবদুল আউয়ালের জবানবন্দী ও কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা

করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ গোবিন্দগঞ্জ থানা রাজমিস্ত্রি শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১০৫৭) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ১৯৯৯ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ৩০-১২-৯২ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর ১৬-২-৯৭ইং তারিখের পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের বিবরণী/রিটার্ণ ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত দাখিল করেছে যাহা এক্সিবিট-১(ঘ) দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় কিন্তু ১৯৯৯ সাল থেকে অধ্যাবধি কোন রিটার্ণ দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধান (এক্সিবিট-২) এর ২৩ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ৫-১-০৩, ১-৭-০৩ ও ৫-৯-০৪ইং তারিখের স্মারক নং যথাক্রমে আরটিইউ/রাজ/১৪, ১৩১৫ ও ১৬৮২ মূলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরিত হয় যাহার অফিস কপিসমূহ যথাক্রমে এক্সিবিট-১(গ), ১(খ), ১(ক) এবং ১৬৮২ নং স্মারক প্রেরণের রেজিঃ রশিদ এক্সিবিট-১(ক)(১) এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী ৩০-১২-৯২ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন লাভের পর ১৬-২-৯৭ইং তারিখের পর থেকে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ইউনিয়নের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষী প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফাসূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ গোবিন্দগঞ্জ থানা রাজমিস্ত্রি শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১০৫৭) বাতিলের অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ- মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং-৭৫/২০০৫

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী.....দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ জবেদ আলী সভাপতি,

২। মোঃ আব্দুল করিম, সাধারণ সম্পাদক, মোঘলবাসা ঘাট কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ-১৫৬১, মোঘলবাসা ঘাট, পোঃ-মোঘলবাসা, থানা ও জেলা কুড়িগ্রাম.....প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধি ঃ- জনাব মোঃ আলমুতাজিদুল ইসলাম, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং-৬, তাং-০৫-০২-০৬

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনীনর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় (১) জনাব এ, কে, এম আতোয়া-এ-রাব্বি ও (২) জনাব মোঃ আলাউদ্দিন খাঁন কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে নথি দাখিল করিয়াছেন ঃ—

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফা সূত্রে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আলমুতাজিদুল ইসলাম, শ্রম কর্মকর্তা, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক), ১(ক)(১), ১(খ)-১(ঘ) ও ২ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আলমুতাজিদুল ইসলামের জবানবন্দী ও কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা অনুযায়ী প্রতিপক্ষ মোঘলবাসা ঘাট কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৫৬১) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ২০০১ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ২০-৭-৯৭ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ ২০০০ সাল পর্যন্ত দাখিল করেছে যাহা এক্সিবিট-১(ঘ) দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় কিন্তু ২০০১ সাল থেকে অদ্যাবধি কোন হিসাব বিবরণী দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ

ইউনিয়নটি উহার সংবিধান (এক্সিবিট-২) এর ২৪ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ২০-১-০৩, ১৩-৭-০৪ ও ১১-১০-০৫ইং তারিখের স্মারক নং যথাক্রমে আরটিইউ/রাজ/২৫২, ১২৭৫ ও ১৬৮৪ মূলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপিসমূহ যথাক্রমে এক্সিবিট- ১(গ), ১(খ), ১(ক) এবং ১৬৮৪নং স্মারক প্রেরণের রেজিঃ রশিদ এক্সিবিট-১(ক)(১) এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর থেকে ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ ২০০১ সাল থেকে দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফাসূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ মোঘলবাসা ঘাট কুলি ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৫৬১) বাতিলের অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ- মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলার নং-৭৪/২০০৫

রেজিস্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী ----------দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ আব্দুল হামিদ, সভাপতি,

২। মোঃ আবুল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক,

উলিপুর বাজার ঠেলাগাড়ী শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ-১৫৫৭,

সহীদ মিনার সংলগ্ন, উলিপুর বাজার, কুড়িগ্রাম----------প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধিঃ –১। জনাব মোঃ আবদুল আওয়াল, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং-৬ তাং- ০৬-২-০৬

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (১) জনাব এ, কে, এ, আতোয়া-এ- রাব্বি কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (২) জনাব মোঃ আলাউদ্দিন খান কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে দপ্তর নথি দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফা সূত্রে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আব্দুল আউয়াল, শ্রম কর্মকর্তা, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দি গৃহীত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-৯, ১ (ক), ১ (ক) (১), ১(খ)-১(ঙ), ২ হিসেবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আঃ আউয়ালের জবানবন্দী ও কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যদেশের ১০ (২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ উলিপুর বাজার ঠেলাগাড়ী শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ- ১৫৫৭) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ১৯৯৮ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণ দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ২-৭-১৯৯৭ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তির্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ শুধু ১৯৯৭ সালের দাখিল করেছে যাহা এক্সিবিট-১ (ঙ) দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় কিন্তু ১৯৯৮ সাল থেকে অদ্যাবধি কোন রিটার্ণ দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধানের (এক্সিবিট-২) ২৪ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ২৭-৮-০২, ১৯-১-০৪,১২-৭-০৪ ও ১১-১০-০৫ ইং তারিখের স্মারক নং যথাক্রমে আরটিইউ/রাজ/১৬৯৩, ৯৪৫,১২৫৬ ও ১৬৭৮ মূলে রেজিস্ট্রেশণ বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপি সমূহ যথাক্রমে এক্সিবিট-১ (ঘ), ১(গ), ১(খ), ১(ক) এবং ১৬৭৮ নং স্মারক প্রেরণের রেজিঃ রশিদ এক্সিবিট-১(ক) (১) এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর থেকে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ইউনিয়নের বার্ষিক রিটার্ণ ১৯৯৮ সাল থেকে দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্টার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

এতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও মামলাটি একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ উলিপুর বাজার ঠেলাগাড়ী শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৫৫৭) বাতিলের অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ- মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলার নং-৭৩/২০০৫

রেজিস্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী----------দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ নূরুল ইসলাম, সভাপতি,

২। মোঃ আব্দুর রহিম, সাধারণ সম্পাদক,
কুড়িগ্রাম জেলা ওয়ার্কসপ ও ওয়েলডিং মালিক সমিতি,
রেজিঃ নং রাজ-১৬৩৯, কাজল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপ,
সদর হাসপাতাল রোড, কুড়িগ্রাম----------প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধিঃ -১। জনাব মোঃ আবদুল আওয়াল, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং-৬ তাং- ০৮-২-০৬

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (১) জনাব এ, কে, এ, আতোয়া-এ- রাব্বি কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (২) জনাব মোঃ আলাউদ্দিন খান কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে দপ্তর নথি দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফা সূত্রে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আব্দুল আউয়াল, শ্রম কর্মকর্তা, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১,১ (ক), ১(ক) (১), ১(খ)-১(ঘ), ২ হিসেবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আঃ আউয়ালের জবানবন্দী ও কাগজাদীর ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০ (২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ কুড়িগ্রাম জেলা ওয়ার্কসপ ও ওয়েল্ডিং মালিক সমিতির রেজিস্টেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৬৩৯) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগ উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ২০০১ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ৯-১২-৯৭ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ন ২০০০ সাল পর্যন্ত দাখিল করেছে যাহা এক্সিবিট- ১(ঘ) দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় কিন্তু ২০০১ সাল থেকে অদ্যাবধি কোন রিটার্ন দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধান (এক্সিবিট-২ এর ২৪ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ২০-১-০৩ ও ১১-১০-০৫ ইং তারিখের স্মারক নং যথাক্রমে ২৫১, ও ১১১৮ ও ১৬৭৬ মূলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপিসমূহ যথাক্রমে এক্সিবিট- ১(গ), ১(খ), ১ (ক) এবং ১৬৭৬ নং স্মারক প্রেরণের রেজিঃ রশিদ এক্সিবিট-১ (ক) (১) এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্কে অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর থেকে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ২০০১ সাল থেকে ইউনিয়নের বার্ষিক রির্টান দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতিয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষন করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্টার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রমানিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

এতএব,

ইহার আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফাসুত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ কুড়িগ্রাম জেলা ওয়ার্কসপ ও ওয়েলডিং মালিক সমিতির রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ- ১৬৩৯) বাতিলের অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ- মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং-৭৯/২০০৫

রেজিস্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী----------দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ জয়নাল আবেদীন, সভাপতি,

২। মোঃ লুৎফর রহমান, সাধারণ সম্পাদক,

ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ-১৫০৯,

বাজার রোড, পোঃ ও থানা- ফুলবাড়ী, জেলা-কুড়িগ্রাম----------প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধি ঃ-১। জনাব মোঃ আবদুল আউয়াল, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং- ৬ তাং-২৬/২/০৬

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বীরাদী নাই। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (১) জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (২) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম দুলাল কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে দপ্তর নথি দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফা সূত্রে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আবদুল আউয়াল, শ্রম কর্মকর্তা, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট- ১, ১ (ক) ১(ক) (১), ১(খ), ১(গ) ও ২ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডাব্লিউ- ১ মোঃ আঃ আউয়ালের জবানবন্দী ও কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট- ১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০ (২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন, কুড়িগ্রাম এর রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৫০৯) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর

পর পর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ২০০০ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ১৫-১-৯৭ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্তেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/ রিটার্ন ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত দাখিল করেছে যাহা এক্সিবিট-১ (গ) দৃষ্টে প্রতিয়মান হয় কিন্তু ২০০০ সাল থেকে অদ্যাবধি কোন রিটার্ন দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধান (এক্সিবিট-২) এর ২৪ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ১৯-৭-০৪ ও ১৪-৮-০৫ইং তারিখের স্মারক নং যথাক্রমে ১৩৬৮ ও ১২৬৩ মূলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপিসমূহ যথাক্রমে এক্সিবিট-১(খ) ও ১(ক) এবং ১২৬৩ নং স্মারক প্রেরণের রেজিঃ রশিদ এক্সিবিট-১ (ক)(১) এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর থেকে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ইউনিয়নের বার্ষিক রিটার্ন ২০০০ সাল থেকে দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমান লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষন করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্টার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে ঃ

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রামের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ ১৫০৯) বাতিলের অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ- মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং-৮৭/২০০৫

রেজিস্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী----------দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ রবিউল হোসেন, সভাপতি,
২। মোঃ মুশিদ আলম, সাধারণ সম্পাদক,
গাইবান্ধা গুডস্ ইয়ার্ড ও কয়লা ডিপো শ্রমিক সমিতি,
(রেজিঃ নং রাজ-৮৩৫), গোডাউন রোড, জেলা-গাইবান্ধা----------প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধি ঃ-১। জনাব মোঃ আবদুল আউয়াল, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং- ৫ তাং- ২৬-২-০৬

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (১) জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (২) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম দুলাল কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে দপ্তর নথি দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফা সূত্রে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ অবদুল আউয়াল, শ্রম কর্মকর্তা, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক), ১(খ), ১(গ) ও ২ হিসেবে প্রমানে চিহ্নিত হয়। পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আঃ আউয়ালের জবানবন্দী ও কাগজাদি ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যলোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ গাইবান্ধা গুডস্ ইয়ার্ড ও কয়লা শ্রমিক সমিতির রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-৮৩৫) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ২০০৪ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যায়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ৩০-১২-৮৯ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উর্ত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/ রিটার্ন ২০০৩ সাল পর্যন্ত দাখিল করেছে যাহা এক্সিবিট- ১ (গ) দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় কিন্তু ২০০৪ সাল থেকে অদ্যাবধি কোন রিটার্ন দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধান (এক্সিবিট-২) এর ২৩ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ১-৬-০৪ ও ২৮-১১-০৫ ইং তারিখের

স্মারক নং যথাক্রমে ৯৫৫ ও ২০৭৩ মূলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপিসমূহ যথাক্রমে এক্সিবিট- ১ (খ) ও ১(ক) এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর থেকে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ইউনিয়নের বার্ষিক রিটার্ন ২০০৪ সাল থেকে দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্টার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ গাইবান্ধা গুডস্ ইয়ার্ড ও কয়লা ডিপো শ্রমিক সমিতির রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-৮৩৫) বাতিল করার অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণ ঃ (১) জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা, মালিক পক্ষ।

(২) জনাব মোঃ লোকমান হোসেন, শ্রমিক পক্ষ।

আই, আর, ও মামলা নং-৬২/২০০৫

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—**দরখাস্তকারী।**

বনাম

১। মোঃ আবুল কাশেম, সভাপতি,

২। মোঃ রেজাউল করিম, সাধারণ সম্পাদক,

দিনাজপুর জেলা রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ রাজ-১০০৯),

হাসপাতাল রোড, দিনাজপুর—**প্রতিপক্ষ।**

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব মোঃ শামসুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষের প্রতিনিধি।

২। জনাব সাইফুর রহমান খান (রানা), প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

রায়

ইহা দরখাস্তকারী রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী কর্তৃক প্রতিপক্ষ দিনাজপুর জেলা রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-১০০৯), হাসপাতাল রোড, দিনাজপুর এর রেজিস্ট্রেশন শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা অনুযায়ী বাতিলের অনুমতির নিমিত্ত আনীত হইয়াছে।

দরখাস্তকারীর মামলার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা হইল এই মর্মে যে, প্রতিপক্ষ দিনাজপুর জেলা রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়নটি (রেজিঃ নং রাজ-১০০৯) রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত হইলেও ইউনিয়নের অনুমোদিত সংবিধানের ১ ও ৪ নং ধারার বিধান লংঘন করিয়া দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে অবৈধভাবে শাখা অফিস স্থাপন ও সদস্য ভর্তি করিয়া সাধারণ রিক্সা ও ভ্যান শ্রমিকদের কাজে বাধা প্রদান করিয়া আসিতেছেন। খানসামা থানা ভ্যান ও রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং -১২২৭), গোবিন্দপুর, খানসামা, দিনাজপুরের ৬-৯-৯৯ইং তারিখে দাখিলী অভিযোগের প্রেক্ষিতে দরখাস্তকারীর অফিসের ৫-১০-৯৯ইং তারিখের আরটিইউ/রাজ-১৭৩৭নং স্মারকের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের নিকট জবাব তলব করিলে প্রতিপক্ষের কোন জবাব পাওয়া যায় নাই। প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি সংবিধান বহির্ভূতভাবে শাখা অফিস খুলিয়া চাঁদা আদায়সহ বেআইনী কার্যকলাপ করার কারণে দাখিলকৃত জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় ১ম পক্ষের অফিসের ২৮-৬-০১ইং তারিখের ১২৩১নং স্মারকে খানসামা শাখা অফিস বন্ধ করিয়া ১ম পক্ষকে জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। পরবর্তীতে খানসামা থানা রিক্সা ও ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং-১২২৭) এর নিকট হইতে প্রাপ্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে সরিজমিনে তদন্ত করিয়া খানসামা থানার শাখা স্থাপনের বিষয়ে প্রমাণ পাওয়া যায়। দরখাস্তকারী-১ম পক্ষের অফিসের ১৬-৩-০২ইং তারিখের আরটিইউ/রাজ/৫৫২ নং স্মারক পত্রের মাধ্যমে দিনাজপুর পৌরসভা এলাকার বাইরে শাখা অফিস স্থাপন করিয়া অবৈধ কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। কিন্তু প্রতিপক্ষ কোন জবাব প্রদান করেন নাই। ১ম পক্ষের অফিসের ২৫-৪-২০০৪ইং তারিখের আরটিইউ/রাজ/৮৮৭/৯২/৬৩৬ স্মারকে দিনাজপুর পৌরসভা এলাকার বাহিরে ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম পরিচালনা ও সদস্য ভর্তি করা এখতিয়ার বহির্ভূত মর্মে প্রতিপক্ষকে চিঠি দেওয়া হয় এবং ইউনিয়নের সংবিধান ও শ্রম আইন পরিপন্থী কার্যকলাপ হইতে বিরত থাকার নির্দেশসহ ১০ দিনের মধ্যে জবাব তলব করা হইলেও প্রতিপক্ষ কোন জবাব দাখিল করেন নাই। পরবর্তীতে বীরগঞ্জ উপজেলা রিক্সা ও ভ্যান চালক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং -৮৩৮), কলেজ রোড, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর এলাকার মধ্যে শাখা অফিস স্থাপন ও সদস্য ভর্তির বিষয়ে অভিযোগের প্রেক্ষিতে ১ম পক্ষের দপ্তরের ৬/২/০৫ইং তারিখের আরটিইউ/রাজ/৮৮৭/৯২/৯৮২ স্মারক মাধ্যমে প্রতিপক্ষের উপর কারণ দর্শানো নোটিশ ইস্যু করা হয়, কিন্তু প্রতিপক্ষ কোন জবাব প্রদান করেন নাই। সহকারী শ্রম পরিচালক, আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, রংপুর সরেজমিনে তদন্তকালে বীরগঞ্জ এলাকায় শাখা অফিস স্থাপনের বিষয়ে অভিযোগের প্রমাণ পেয়ে প্রতিবেদন দাখিল করেন। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(১)(গ) ধারা ও রেজিস্টার্ড সংবিধানের ১ ও ৪নং ধারার বিধান লংঘন করার

প্রেক্ষিতে অত্র মামলার কারণ উদ্ভব ঘটিয়াছে এবং আইনানুগতভাবেই ইউনিয়নটির রেজিস্ট্রেশনটি বাতিলযোগ্য হইতেছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ দিনাজপুর জেলা রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-১০০৯) দিনাজপুর ইউনিয়নটির রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির নিমিত্তে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা অনুযায়ী মামলাটি আনীত হইয়াছে।

অপরদিকে ১/২নং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে জবাব দাখিল করিয়া মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া বলেন যে, অত্র মামলাটি দায়েরের কোন কারণ নাই এবং মামলাটি মিথ্যা ও হয়রানীমূলক।

প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে জবাবের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, প্রতিপক্ষ দিনাজপুর জেলা রিক্সা শ্রমিক ইউনিটি (রেজিঃ নং রাজ-১০০৯) দরিদ্র রিক্সা শ্রমিকদের সমন্বয়ে গঠিত একটি ইউনিয়ন এবং ইউনিয়নের অধিকাংশ সদস্য অশিক্ষিত হওয়ায় আইন ও বিধান সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নহেন। ইউনিয়নের সদস্যগণের অর্থনৈতিক অসমর্থতার কারণে দরখাস্তকারীর প্রেরিত চিঠির সময়োচিত জবাব প্রদান করিতে পারেন নাই। প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে দুঃখ প্রকাশ করিয়া আদালতের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ইউনিয়নের সদস্যগণের অশিক্ষিত ও অজ্ঞতার কারণে আইন ও বিধি লংঘন করিতে পারেন এবং ভবিষ্যতে কখনও আইনানুগ এবং অসাংবিধানিক কার্যকলাপ পরিচালনা করিবেন না মর্মে অধিকার প্রদানে ক্ষমা প্রার্থনাসহ ইউনিয়নটির রেজিস্ট্রেশন বহাল রাখার নিবেদন করেন এবং উহার প্রেক্ষিতে দরখাস্তকারীর মামলাটি নামঞ্জুরের আবেদন করেন।

বিবেচ্য বিষয়সমূহ

(১) অত্র আকারে দরখাস্তকারীর মামলাটি আইনতঃ সচলযোগ্য কি?

(২) দরখাস্তকারী-১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন পক্ষে প্রতিপক্ষ দিনাজপুর জেলা রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১০০৯) বাতিলের যথেষ্ট কারণ উদ্ভব হইয়াছে কি?

(৩) দরখাস্তকারী রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী কি শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারার বিধান মোতাবেক প্রতিপক্ষ দিনাজপুর জেলা রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১০০৯) বাতিলের অনুমতি পাইবার আইনতঃ হকদার হইতেছেন?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

১-৩ নং বিবেচ্য বিষয়সমূহ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে একত্রে গৃহীত হইল। স্বীকৃত মতেই প্রতিপক্ষ দিনাজপুর জেলা রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-১০০৯), হাসপাতাল রোড, দিনাজপুর ইউনিয়নটি ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী কর্তৃক অনুমোদিত ও ০৮-০৯-৯২ইং তারিখের রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত একটি ট্রেড ইউনিয়ন এবং ইউনিয়নটি ১৯৯২ সাল থেকে প্রায় ১৩ বৎসর যাবৎ ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপ চালাইয়া আসিতেছে। স্বীকৃত মতেই ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী কর্তৃক প্রতিপক্ষ দিনাজপুর জেলা রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-১০০৯) এর রেজিস্ট্রেশন শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক বাতিলের অনুমতির আদেশের নিমিত্ত আনীত হইয়াছে। মামলাটিতে ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন পক্ষে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এইরূপ অভিযোগ এনেছেন যে, প্রতিপক্ষ দিনাজপুর

জেলা রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-১০০৯) অনুমোদিত সংবিধানের ১ ও ৪ ধারার বিধান লংঘন করিয়া দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে বেআইনীভাবে শাখা অফিস স্থাপন ও সদস্য ভর্তি করিয়া অন্যান্য রিক্সা ও ভ্যান শ্রমিকদের কাজে বাঁধা প্রদান করেন এবং সংবিধান বহির্ভূতভাবে শাখা অফিস খুলিয়া বেআইনীভাবে চাঁদা আদায় কার্যক্রম পরিচালনা করেন এবং বিভিন্ন শাখা অফিস স্থাপন ও সদস্য ভর্তির বিষয়ে অভিযোগপ্রাপ্ত হইয়া সরেজমিনে তদন্তে সত্যতা পাওয়া যায়। সংবিধানে দিনাজপুর পৌরসভা এলাকায় ইউনিয়নটি হইলেও বেআইনীভাবে জেলার বিভিন্ন স্থানে শাখা অফিস স্থাপন করিয়া সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘনের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন সময়ে কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং তদন্তে শাখা অফিস স্থাপনের প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(১) (গ) ধারা ও রেজিস্টার্ড সংবিধানের ১ ও ৪ ধারার বিধান লংঘন করায় ইউনিয়নটির রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। প্রতিপক্ষের জবাবের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির অধিকাংশ সদস্যই অশিক্ষিত হওয়ায় আইন ও বিধান সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন না। প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি পক্ষে দুঃখ প্রকাশ করিয়া অশিক্ষা ও অজ্ঞতার কারণে ক্ষমা প্রার্থনাসহ সাংবিধানিকভাবে ইউনিয়নটি পরিচালনার জন্য ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বহাল রাখার আবেদন রাখেন।

মামলাটির চূড়ান্ত শুনানীকালে ৯ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন পক্ষে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, শ্রম দপ্তর, রাজশাহী মৌখিক সাক্ষী হিসেবে পরীক্ষিত হয় এবং কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১ (ক), ১ (খ), ১ (গ), ১ (গ) (১)-১(গ) (৫), ১(ঘ), ১(ঙ) (১), ১(চ) হিসেবে প্রমানে চিহ্নিত হয়। প্রতিপক্ষ দিনাজপুর জেলা রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং-১০০৯) পক্ষে কোন মৌখিক সাক্ষী পরীক্ষিত হয় নাই বা কোন কাগজাদি দাখিল হয় নাই। যুক্তিতর্ক পেশকালে প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী এইরূপ নিবেদন করেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের সদস্যগণ অশিক্ষিত ও অর্থনৈতিকভাবে অসচ্ছল হওয়ার কারণে আইনানুগ বিধান সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন না এবং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে দুঃখ প্রকাশ করিয়া আদালতের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং অংগীকার করেন যে, ভবিষ্যতে কোন আইনানুগ বিধান লংঘন করিবেন না ও অসাংবিধানিক কার্যকলাপ পরিচালনা করিবেন না এবং ইউনিয়নটির রেজিস্ট্রেশন বহাল রাখার নিবেদন করেন। প্রতিপক্ষের ঐরূপ বক্তব্য প্রমানে ইউনিয়ন পক্ষে সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক বা কোন সদস্যকে মৌখিক করবরেটিভ সাক্ষী প্রমাণ করেন নাই। সুতরাং জবাবের ঐরূপ বক্তব্যের করবরেটিভ সাক্ষ্য না থাকায় প্রকৃত পক্ষে ইউনিয়নের কর্মকর্তা বা সদস্যের অনুতপ্ত ও ক্ষমা প্রার্থনার বিষয়ে করবরেশন পাওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে প্রতিপক্ষকে ক্ষমা করার বা ডাইরেকশন প্রদানের কোন আইনানুগ সুযোগ নাই। অপরদিকে ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন পক্ষে তাহার সুনির্দিষ্ট অভিযোগসমূহ প্রমাণে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ সামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক করবরেটিভ সাক্ষ্য দিয়াছেন এবং তাহার দাখিলী এক্সিবিট-১, ইউনিয়নের সংশ্লিষ্ট ফাইলে রক্ষিত এক্সিবিট-১(ক) তদন্ত প্রতিবেদন, এক্সিবিট-১(খ) প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের বিরুদ্ধে বেআইনীভাবে শাখা অফিস খোলা ও চাঁদার দাবীসহ হয়রাণীর অভিযোগ, এক্সিবিট-১(গ), ১(গ), (১)-১(গ) (৫) বীরগঞ্জ ও খানসামা থানায় প্রতিষ্ঠিত শাখা অফিসমূহের সাইনবোর্ডের ছবি, এক্সিবিট-১(ঘ) বীরগঞ্জ উপজেলা রিক্সা ও ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-৮৩৮) পক্ষে ১ম পক্ষ বরাবর প্রেরিত অভিযোগ দৃষ্টে আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিপক্ষ দিনাজপুর জেলা রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-১০০৯) এক্সিবিট-১(চ) ইউনিয়নটির সংবিধান মোতাবেক দিনাজপুর পৌরসভার বাহিরে বীরগঞ্জ ও খানসামা থানার বিভিন্ন স্থানে শাখা অফিস স্থাপন, সদস্য ভর্তি ও চাঁদা আদায়ের সমর্থন পাওয়া যায়। স্বীকৃত

মতেই এবং এক্সিবিট-১(চ) প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের অনুমোদিত সংবিধান পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিপক্ষ দিনাজপুর জেলা রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়নটি দিনাজপুর পৌরসভা এলাকার রিক্সা শ্রমিকদের লইয়া গঠিত একটি ট্রেড ইউনিয়ন। অবশ্য প্রতিপক্ষে এক্সিবিট-১(চ)(১) সংশোধিত সংবিধান প্রমাণের চেষ্টা করেছেন কিন্তু সংশোধিত সংবিধান ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক অনুমোদিত মর্মে প্রতীয়মান হয় না। অর্থাৎ সংবিধানের সংশোধনিটি ১ম পক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয় নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের দিনাজপুর জেলাব্যাপী কর্মকান্ড পরিচালনা করিবার কোন আইনগত এখতিয়ার ছিল না, বরং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের সংবিধান এক্সিবিট-১(চ) এর ১ ও ৪নং বিধান লংঘনকরিয়া বেআইনীভাবে বীরগঞ্জ ও খানসামা এলাকায় শাখা অফিস স্থাপন করিয়া শাখা অফিস চাঁদা আদায়সহ অবৈধ কর্মকান্ড সংঘটিত করেছে মর্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এক্সিবিট-১(ক) ও ১ (গ) সিরিজ ছবি দৃষ্টে উক্তরূপ বিষয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সাক্ষ্য থেকে আমরা পেয়েছি যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন এক্সিবিট-১(ক) মূলে প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন বরাবর কারণ দর্শানো নোটিশ জারী করেছিলেন। সেক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের জবাবের বর্ণনা মোতাবেক দুঃখ প্রকাশ ও ক্ষমা প্রার্থনাসহ অংগীকার প্রদানে ভবিষ্যতে সংবিধান বহির্ভূত কার্যকলাপ করিবেন না বিষয়ে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের কোন কর্মকর্তা বা সদস্য আদালতে হাজির হইয়া করবরেটিভ বক্তব্য প্রদান করেন নাই। সেক্ষেত্রে জবাবের বর্ণনা মোতাবেক আদালতের নিকট প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের অনুতপ্ত ও দুঃখ প্রকাশের বিষয় গ্রহণযোগ্য নহে। প্রাপ্ত সাক্ষ্যাদি দৃষ্টে আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষ্য দ্বারা প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। যেহেতু প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার সংবিধানের ১ ও ৪ ধারার বিধানাবলী লংঘন করেছেন সেহেতু শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(১)(ঘ) ধারার বিধান মোতাবেক প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি পাইবার আইনতঃ হকদার হইতেছেন এবং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে জবাবের বর্ণনা মোতাবেক করবরেটিভ সাক্ষ্য না দেওয়ায় ক্ষমা পাইবার হকদার নহেন। সুতরাং ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী কর্তক আনীত মামলাটিতে প্রার্থীত প্রতিকার পাইবার আইনতঃ হকদার হইতেছেন মর্মে অত্র আদালত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও মামলাটি দোতরফা সূত্রে ১/২ নং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ দিনাজপুর জেলা রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-১০০৯), হাসপাতাল রোড, দিনাজপুরের রেজিস্ট্রেশন শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারার বিধান মোতাবেক বাতিলের অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও মামলা নং-৮৬/২০০৫

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—**দরখাস্তকারী।**

বনাম

১। মোঃ নুরুল ইসলাম, সভাপতি,

২। মোঃ সাহারন্দ ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক,
গাইবান্ধা কাঠ মিস্ত্রি শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-১৭৬৮),
তুলসীঘাট, পোঃ-তুলসীঘাট, থানা ও জেলা-গাইবান্ধা—**প্রতিপক্ষ।**

প্রতিনিধি ঃ ১। জনাব মোঃ আবদুল আউয়াল, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং-৬, তারিখ-০৮-৩-০৬

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (১) জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (২) জনাব মোঃ লোকমান হোসেন কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে দপ্তর নথি দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফা সূত্রে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আবদুল আউয়াল, শ্রম কর্মকর্তা, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক), ১(ক) (১), ১(খ), ১(গ), ১(ঘ) হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আঃ আউয়ালের জবানবন্দী ও কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ গাইবান্ধা কাঠমিস্ত্রি ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৭৬৮) বাতিলের অনুমতি

চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ২০০৩ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ১-২-৯৯ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিরণী/রিটার্ণ ২০০২ সাল পর্যন্ত দাখিল করেছে যাহা এক্সিবিট-১(গ) দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় কিন্তু ২০০৩ সাল থেকে অদ্যাবধি কোন রিটার্ন দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধান (এক্সিবিট-১(ঘ) এর ২৩ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ২৩-২-০৫ ও ১৭-১১-০৫ইং তারিখের স্মারক নং যথাক্রমে আরটিইউ/রাজ/২৮৯ ও ১৯৮৬ মূলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপিসমূহ যথাক্রমে এক্সিবিট ১ (খ) ও (ক)(১) এবং ১৯৮৬ নং স্মারক প্রেরণের রেজিঃ রশিদ এক্সিবিট ১(ক) (১) এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর থেকে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ইউনিয়নের বার্ষিক রিটার্ণ ২০০৩ সাল থেকে দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফাসূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও মামলাটি একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ গাইবান্ধা কাঠমিস্ত্রি ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৭৬৮) বালতি করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও মামলা নং-৮৫/২০০৫

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—**দরখাস্তকারী।**

বনাম

১। মোঃ জাফর আলী, সভাপতি,

২। মোঃ গোলাম মোস্তফা, সাধারণ সম্পাদক,

আদমদিঘী থানা ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন
রেজিঃ নং রাজ-১৭০৬,

সান্তাহার, আদমদিঘী, জেলা-বগুড়া—**প্রতিপক্ষ**

প্রতিনিধি ঃ ১। জনাব মোঃ আব্দুল আউয়াল, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং-৭, তারিখ-২৯-৩-২০০৬

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব এ, কে, এ, আতোয়া-এ-রাব্বি কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব মোঃ কামরুল হাসান কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানির জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তি মূলে কাগজাদি (দপ্তর নথি) দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফা সূত্রে পি, ডাব্লিউ-১, মোঃ আব্দুল আউয়াল, শ্রম কর্মকর্তা, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট ১, ১(ক)—১(ঘ), ২ হিসাবে প্রমানে চিহ্নিত হয়। পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আঃ আউয়ালের জবানবন্দী, কাগজাদি ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ আদমদিঘী থানা

ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৭০৬) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠান না করায় এবং ২০০৩ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ২৪-৮-৯৮ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন লাভের পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়টির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ ২০০২ সাল পর্যন্ত দাখিল করেছে যাহা এক্সিবিট-১(খ) দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় এবং ২০০৩ ও ২০০৪ সালের বার্ষিক রিটার্ণ অবৈধ কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিল করে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধান (এক্সিবিট-২) এর ২৫ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ১১-১১-০২, ৯-১-০৩, ৩-১১-০৫ইং তাখের স্মারক নং যথাক্রমে ২৪৬৪, ১২৭, ১৮৫২ মূলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপিসমূহ যথাক্রমে এক্সিবিট-১(ঘ), ১(গ), ১(ক) এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর থেকে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ২০০৩ সাল থেকে ইউনিয়নের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফাসূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও মামলাটি একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ আদমদিঘী থানা ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজঃ-১৭০৬) বাতিল করার অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ- মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও মামলা নং-৮৮/২০০৫

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ ইউনুস আলী, সভাপতি,

২। মোঃ রফিকুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক,
পান্তাপাড়া-বকচর কলাবাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ-১৯৭৮,
পান্তাপাড়া, গোবিন্দগঞ্জ, জেলা-গাইবান্ধা—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধিঃ—১। জনাব মোঃ শামসুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং- ৬ তাং- ২৭/৩/০৬

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। মালিক ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমে (১) জনাব এ,কে,এ,আতোয়া-এ-রাব্বি ও (২) জনাব মোঃ লোকমান হোসেন কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্ত কারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে দপ্তর নথি দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফাসূত্রে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক), ১(ক)(১), ১(খ), ১(গ), ২ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলমের জবানবন্দী ও কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ পান্তাপাড়া-বকচর কলাবাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৯৭৮) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ২০০২ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ২৭/১১/২০০০ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর ২০/১১/২০০২ইং তারিখ থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়া প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ন ২০০১ সাল পর্যন্ত দাখিল করেছে যাহা এক্সিবিট-১(গ) দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় কিন্তু ২০০২ সাল থেকে অদ্যাবধি কোন রিটার্ন দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই।

সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধানের (এক্সিবিট-২) ২৪ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ০৪/১/২০০৫ ও ১৭/১১/২০০৫ ইং তারিখের স্মারক নং যথাক্রমে আরটিইউ/রাজ/২৯ ও ১৯৮৩ মূলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপি সমূহ যথাক্রমে এক্সিবিট-১(খ), ১(ক) এবং ১৯৮৩ নং স্মারক প্রেরণের রেজিঃ রশিদ এক্সিবিট- ১(ক)(১) এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর থেকে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ২০০২ সাল থেকে ইউনিয়নের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফাসূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই,আর,ও মামলাটি একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (Allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ পান্তাপাড়া-বকচর কলাবাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৯৭৮) বাতিলের অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদলত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ- মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও মামলা নং-৭৭/২০০৫

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ শফিকুল ইসলাম, সভাপতি,

২। মোঃ এরশাদ আলী, সাধারণ সম্পাদক,
উত্তর ধরলা হস্তচালিত নৌকা শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ-১৭৩০,
সি এন্ড বি ঘাট বাসস্ট্যান্ড, উত্তর ধরলা, পোঃ- ভোগডাঙ্গা, জেলা-কুড়িগ্রাম—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধিঃ—১। জনাব মোঃ আলমুতাজিদুল ইসলাম, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং- ১০ তাং- ২৮/৩/০৬

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। মালিক ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমে (১) জনাব এ,কে,এ আতোয়া-এ-রাব্বি ও (২) জনাব মোঃ লোকমান হোসেন কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে দপ্তর নথি দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফাসূত্রে পি,ডব্লিউ-১ মোঃ আলমুতাজিদুল ইসলাম, শ্রম কর্মকর্তা, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক), ১(খ), ১(খ)(১), ১(গ), ১(ঘ), ২ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডব্লিউ-১ মোঃ আলমুতাজিদুল ইসলামের জনাববন্দী, কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ উত্তর ধরলা হস্তচালিত নৌকা শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৭৩০) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ২০০১ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ২৭/৯/৯৮ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর ১৭/৪/২০০১ ইং তারিখ থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ ২০০০ সাল পর্যন্ত দাখিল করেছে যাহা এক্সিবিট-১(ঘ) দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় কিন্তু ২০০১ সাল থেকে অদ্যাবধি কোন রিটার্ন দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধান (এক্সিবিট-২) এর ২২ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ২০/১/০৩, ৭/৭/০৪ এবং ১১/১০/০৫ইং তারিখের স্মারক নং যথাক্রমে আরটিইউ/রাজ/২৫০, ১১৯৫, ১৬৮২ মূলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপিসমূহ যথাক্রমে এক্সিবিট-১(গ), ১(খ), ১(ক) এবং এক্সিবিট-১(খ) ১১৯৫ নং স্মারক প্রেরণের রেজিঃ রশিদ এক্সিবিট-১(খ)(১) এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর ১৭/৪/২০০১ ইং তারিখ থেকে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ২০০১ সাল থেকে ইউনিয়নের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদলতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফাসূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই,আর,ও মামলাটি একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (Allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ উত্তর ধরলা হস্তচালিত নৌকা শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৭৩০) বাতিলের অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদলত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ- মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও মামলা নং-৮/২০০৬

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ আব্দুর রহমান, সভাপতি,

২। মোঃ শফিউল আলম, সাধারণ সম্পাদক,
সুন্দরগঞ্জ কাঠমিস্ত্রি শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-২১৮৫),
কাঠালতলী জোড়, পোঃ ও উপজেলা-সুন্দরগঞ্জ, জেলা-গাইবান্ধা—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধিঃ—১। জনাব মোঃ আলমুতাজিদুল ইসলাম, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং- ৫ তাং- ২৭/৩/০৬

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বিরাদি নাই। মালিক ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমে (১) জনাব এ,কে,এ,আতোয়া-এ-রাব্বি ও (২) জনাব মোঃ লোকমান হোসেন কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে দপ্তর নথি দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফাসূত্রে পি,ডব্লিউ-১ মোঃ আলমুতাজিদুল ইসলাম, শ্রম কর্মকর্তা, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক), ১(ক)(১), ১(খ), ২ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। বি, ডব্লিউ-১ মোঃ আলমুতাজিদুল ইসলামের জবানবন্দী ও কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ সুন্দরগঞ্জ কাঠমিস্ত্রি শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-২১৮৫) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ২০০২ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ০৯/১০/২০০২ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল এবং ইউনিয়নের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের কোন হিসাব বিবরণী/রিটার্ন দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধান (এক্সিবিট-২)এর ২৫ ধারা ও শিল্প ও সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ১২/৫/০৪ ও ১৭/১১/০৫ইং তারিখের স্মারক নং যথাক্রমে আরটিইউ/রাজ/৭৭৭ ও ১৯৮১ মূলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপিসমূহ যথাক্রমে এক্সিবিট-১(খ), ১(ক) এবং ১৯৮১ নং স্মারক প্রেরণের রেজিঃ রশিদ এক্সিবিট-১(ক)(১) এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর থেকে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ইউনিয়নের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করেছে মর্মে সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদলতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফাসূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই,আর,ও মামলাটি একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (Allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ সুন্দরগঞ্জ কাঠমিস্ত্রি শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-২১৮৫) বাতিলের অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদলত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ- মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও মামলা নং-৯/২০০৬

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ জাহাঙ্গীর আলম (মধু), সভাপতি,

২। এস, এম, আঃ রউফ, সাধারণ সম্পাদক,
চাটমোহর, তাংপুরা, ফরিদপুর মটর মালিক সমিতি,
রেজিঃ নং রাজ-১৬৫৯, চাটমোহর, পাবনা—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধিঃ—১। জনাব মোঃ আলমুতাজিদুল ইসলাম, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং- ৫ তাং- ২৮/৩/০৬

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। মালিক ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমে (১) জনাব এ,কে,এ আতোয়া-এ-রাব্বি ও (২) জনাব মোঃ লোকমান হোসেন কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে দপ্তর নথি দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফাসূত্রে পি,ডব্লিউ-১ মোঃ আলমুতাজিদুল ইসলাম, শ্রম কর্মকর্তা, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক), ১(খ), ১(গ), ১(ঘ), ২ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি,ডব্লিউ-১ মোঃ আলমুতাজিদুল ইসলামের জবানবন্দী, কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ চাটমোহর, তাংপুড়া, ফরিদপুর মটর মালিক সমিতির রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৬৫৯) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ২০০৪ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ১১/৩/১৯৯৮ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর ১১/১/০২ ইং তারিখ থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ন ২০০৩ সাল পর্যন্ত দাখিল করেছে যাহা এক্সিবিট-১(ঘ) দৃষ্টে

প্রতীয়মান হয় কিন্তু ২০০৪ সাল থেকে অদ্যাবধি কোন রিটার্ন দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধান (এক্সিবিট-২) এর ২৫ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ৯/৩/০৫ ও ১৬/৭/০৫ইং তারিখের স্মারক নং যথাক্রমে আরটিইউ/রাজ/৪০৮ ও ১১০৩ মূলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপিসমূহ যথাক্রমে এক্সিবিট-১(ক) ও ১(খ) এবং ১১০৩ নং স্মারক জারীর এডি এক্সিবিট-১(খ) এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর ১১/১/০২ ইং তারিখ থেকে নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ইউনিয়নের বার্ষিক রিটার্ন ২০০৪ সাল থেকে দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফাসূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই,আর,ও মামলাটি একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (Allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ চাটমোহর, তাংপুড়া, ফরিদপুর মটর মালিক সমিতির রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৬৫৯) বাতিলের অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদলত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ- মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও মামলা নং-৭/২০০৬

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ আব্দুল করিম মণ্ডল, সভাপতি,

২। অজিত কুমার সুত্রধর, সাধারণ সম্পাদক,
বেলকুচি উপজেলা কাঠমিস্ত্রি শ্রমিক ইউনিয়ন,
রেজিঃ নং রাজ-২১৪৯, বেলকুচি, জেলা- সিরাজগঞ্জ—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধিঃ—১। জনাব মোঃ আব্দুল আউয়াল, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং- ৫ তাং- ৩০/৩/০৬

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষের প্রতিনিধি হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব এ,কে,এ আতোয়া-এ-রাব্বি কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব মোঃ কামরুল হাসান কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে কাগজাদি দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফাসূত্রে পি,ডব্লিউ-১ মোঃ আব্দুল আউয়াল, শ্রম কর্মকর্তা, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক), ১(খ), ২ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডব্লিউ-১ মোঃ আঃ আউয়ালের জবানবন্দী, কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ বেলকুচি উপজেলা কাঠমিস্ত্রি শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-২১৪৯) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ২০০২ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ১৫/৭/০২ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল এবং ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরনী/রিটার্ন দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধান (এক্সিবিট-২) এর ২৫ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ১১/১২/০৫ ও ৮/১/০৬ইং তারিখের স্মারক নং যথাক্রমে ২১৩৬ ও ৫৮ মূলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপিসমূহ যথাক্রমে এক্সিবিট-১(খ) ও ১(ক) এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর থেকে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ইউনিয়নের কোন বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফাসূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই,আর,ও মামলাটি একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (Allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ বেলকুচি উপজেলা কাঠমিস্ত্রি শ্রমিক ইউনিয়ন এর রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-২১৪৯) বাতিলের অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত ও
কমিশনার, শ্রমিক ক্ষতিপূরণ, রাজশাহী।

ডব্লিউ, সি মামলা নং-১/২০০৬

ডেপুটি এফ এ এন্ড সি এ ও, বাংলাদেশ রেলওয়ে, লালমনিরহাট—দরখাস্তকারী।

বনাম

মোঃ মফিজল হক, লস্কর/টি, এন, জি, বাংলাদেশ রেলওয়ে, লালমনিরহাট—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধি ঃ ১। জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং-৯, তাং ২০-০৩-০৬

অদ্য মামলাটি চেক প্রদান সংক্রান্ত শুনানী ও জবানবন্দী রেকর্ডের জন্য দিন ধার্য আছে। প্রতিপক্ষের নিযুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবী ওকালতনামাসহ ফিরিস্তিসমূহে ০৩ ফর্দ কাগজ দাখিল করিয়াছেন। তৎসহ মফিজল হকের হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। নথি জবানবন্দী গ্রহণের জন্য পেশ করা হইল। প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারী মোঃ মফিজল হক ক্ষতিপূরণ টাকা পাইবার আবেদন করিয়াছেন। শুনানীর জন্য পেশ করা হইল।

প্রতিপক্ষ মফিজল হক রেলওয়ে কর্মচারী তাহার নামীয় জমাকৃত ক্ষতিপূরণের টাকা পাইবার আদেশ চেয়ে দরখাস্ত দিয়াছেন। দরখাস্তের প্রেক্ষিতে হলফনামা পাঠের মাধ্যমে পি, ডব্লিউ-১ মোঃ মফিজল হক, পিতা-মৃত ময়েজ উদ্দিন, গ্রাম-কাতলাবাড়ী, থানা-ফুলছড়ি, গাইবান্দা-এর জবানবন্দী গ্রহণ করিয়া পরীক্ষিত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১ ও ২ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। রেকর্ডকৃত জবানবন্দী এবং প্রমাণে চিহ্নিত কাগজাদি পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল এবং বিজ্ঞ কৌশলীর বক্তব্য শ্রবণ করা হইল। পি, ডব্লিউ-১ মোঃ মফিজল হক রেলওয়ে কর্মচারীর আংগুল কর্তনজনিত ক্ষতিপূরণ বাবদ ১৫,০০০/= টাকার চেকটি আদালতের হিসাবে জমা হইয়াছে এবং প্রতিপক্ষে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আবেদনকারীর নমুনা স্বাক্ষরের প্রত্যায়ন পত্র ও ছবি দাখিল আছে। জবানবন্দী ও প্রদর্শন চিহ্নিত কাগজাদি দৃষ্টে প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারী মফিজল হক রেলওয়ে কর্মচারী, মেশিন বিভাগ, বাংলাদেশ রেলওয়ে তাহার ক্ষতিপূরণ বাবদ জমাকৃত ১৫,০০০/= উঠাইয়া লইবার আইনতঃ হকদার হইতেছেন। সুতরাং প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারী মফিজল হকের ক্ষতিপূরণের টাকা উঠাইয়া লইবার আবেদন মঞ্জুর হয় এবং দরখাস্তকারী মফিজল হক তাহার বিজ্ঞ কৌশলীর সনাক্ত মতে টাকা ফেরত পাইবেন।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

প্রতিপক্ষ মফিজল হক, পিতা-মৃত ময়েজ উদ্দিন, বাংলাদেশ রেলওয়ে বিভাগের কর্মচারী এম, আই/টি, এন, জি, লস্কর এর আংগুল কর্তন সংক্রান্ত ক্ষতিপূরণ বাবদ ১৫,০০০/= টাকার চেক তাহার বিজ্ঞ কৌশলীর সনাক্ত মতে প্রদানের অনুমতি দেওয়া হইল। সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারগুলিতে নোট প্রদান পূর্বক চেক ইস্যু করা হইল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত ও কমিশনার
শ্রমিক ক্ষতিপূরণ, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত, রাজশাহী।

ফৌজদারী মামলা নং-৫/২০০৫

মোঃ ফজলে রাব্বী জালাল, সাধারণ সম্পাদক,

রাজশাহী জেলা ট্রাক শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ-১৬০৭,

প্রধান কার্যালয় ঃ বোয়ালিয়া থানার মোড়, বোয়ালিয়া, রাজশাহী—বাদী।

বনাম

১। মোঃ রফিকুল ইসলাম তোতা, পিতা-আব্দুল আজিজ, গ্রাম-কাজলা, থানা-মতিহার, জেলা-রাজশাহী, সভাপতি, রাজশাহী জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং বি-৯৬৮।

২। মোঃ রফিকুল ইসলাম, পিতা-মকবুল হোসেন, সাং-মুরারীপুর, থানা-পবা, জেলা-রাজশাহী, সহ-সভাপতি—ঐ।

৩। মোঃ নুরুল ইসলাম নুরু, পিতা-নসিমুদ্দিন, সাং-আহম্মদপুর, থানা-বোয়ালিয়া, জেলা-রাজশাহী, সহ-সভাপতি—ঐ।

৪। মোঃ সাইরুল ইসলাম, পিতা-মৃত খলিলুর রহমান, সাং-রানীনগর, থানা-বোয়ালিয়া, জেলা-রাজশাহী, সাধারণ সম্পাদক—ঐ।

৫। মোঃ রাজ্জাক খান টুটুল, পিতা-মৃত আমজাদ হোসেন খান, সাং-সিপাইপাড়া, থানা-রাজপাড়া, জেলা-রাজশাহী, যুগ্ম-সম্পাদক—ঐ।

৬। শ্রী মানিক মোহন চৌধুরী, পিতা-শ্রী লক্ষণ মোহন চৌধুরী, সাং-রামচন্দ্রপুর, থানা-বোয়ালিয়া, জেলা-রাজশাহী, সহ-সম্পাদক—ঐ।

৭। শ্রী তমল চন্দ্র বসাক, পিতা-শ্রী যতিন্দ্র মোহন বসাক, সাং-শিরইল, থানা-বোয়ালিয়া, জেলা-রাজশাহী, কোষাধ্যক্ষ—ঐ।

৮। মোঃ আবদুল মালেক, পিতা-মৃত অজ্ঞাত, সাং-শিরইল, থানা-বোয়ালিয়া, জেলা-রাজশাহী, সাংগঠনিক সম্পাদক—ঐ।

৯। মোঃ গোলাম সিদ্দিকী সুনু, পিতা-আবদুর রউফ সিদ্দিকী, গ্রাম-স্থায়ী পুঠিয়া, বর্তমান রানীনগর, থানা-বোয়ালিয়া, জেলা-রাজশাহী, দপ্তর সম্পাদক—ঐ।

১০। মোঃ আনোয়ার পারভেজ, পিতা-ডাঃ মইনুল হক, সাং-টিকাপাড়া, থানা-বোয়ালিয়া, জেলা-রাজশাহী, প্রচার সম্পাদক—ঐ।

১১। মোঃ আবুল কালাম আজাদ, পিতা-মৃত মছের কাটানী, সাং-খোজাপুর, থানা-মতিহার, জেলা-রাজশাহী, কার্যকরী সদস্য—ঐ।

১২। মোঃ আদিল, পিতা-জান মোহাম্মদ, সাং-বোসপাড়া, থানা-বোয়ালিয়া, জেলা-রাজশাহী, কার্যকরী সদস্য—ঐ।

১৩। মোঃ খলিলুর রহমান, পিতা-মৃত আবদুর রহেদ, সাং-ঘোষের মাহাল, থানা-রাজপাড়া, জেলা-রাজশাহী, কার্যকরী সদস্য, রাজশাহী জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং বি-৯৬৮, ১-১৩ নং সর্ব ঠিকানা শিরইল বাস টার্মিনাল, রাজশাহী।

১৪। মোঃ আয়েজ উদ্দিন বিশ্বাস, পিতা-হুমায়ুন আলী বিশ্বাস, সাং-সারাংপুর, থানা-গোদাগাড়ী, জেলা-রাজশাহী, সভাপতি।

১৫। মোঃ আবদুল ওহাব আলী, সহ-সভাপতি, পিতা- হাজী এনাম আলী, সাং-সুলতানগঞ্জ, থানা-গোদাগাড়ী, জেলা-রাজশাহী।

১৬। মোঃ অতিকুর রহমান বাবু, সাধারণ সম্পাদক, পিতা-মৃত সিরাজ আলী, সাং সারাংপুর, থানা-গোদাগাড়ী, জেলা-রাজশাহী।

১৭। মোঃ বরজাহান আলী, সহ-সাধারণ সম্পাদক, পিতা-মোঃ মীর সুলতান, সাং-মচপাড়া বটতলাহাট, থানা ও জেলা-চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

১৮। মোহাম্মদ আলী শামীম, কোষাধ্যক্ষ, পিতা-হাজী এমরান আলী, সাং-জাহানারাবাদ, থানা-গোদাগাড়ী, জেলা-রাজশাহী।

১৯। মোঃ রকিবুর হাসান, সাংগঠনিক সম্পাদক, পিতা-মোঃ এন্তাজ আলী, সাং-সারাংপুর, থানা-গোদাগাড়ী, জেলা-রাজশাহী।

২০। মোঃ মনজুর রহমান, সদস্য, পিতা-মোঃ রুস্তম আলী, সাং-সুলতানগঞ্জ কাচারী পাড়া, থানা-গোদাগাড়ী, জেলা-রাজশাহী।

২১। মোঃ মফিজ উদ্দিন, সদস্য,পিতা-মৃত হাজী তমিজ উদ্দিন বিশ্বাস, সাং-জাহানারাবাদ, থানা-গোদাগাড়ী, জেলা-রাজশাহী।

২২। মোঃ মজিবর রহমান, সদস্য, পিতা-মৃত মহসিন আলী, সাং-সারাংপুর, থানা-গোদাগাড়ী, জেলা-রাজশাহী।

২৩। মোঃ খাইরুল ইসলাম, সদস্য, পিতা-মোঃ গনি ইসরাইল, সাং-জানাহারাবাদ, থানা-গোদাগাড়ী, জেলা-রাজশাহী।

২৪। মোঃ আবুল কাসেম, সদস্য, পিতা-হাজী ফজলুর রহমান, সাং-সারাংপুর, থানা-গোদাগাড়ী, জেলা-রাজশাহী।

১৪-২৪ নং সর্বঠিকানা-সুলতানগঞ্জ করিডোর, থানা-গোদাগাড়ী, জেলা রাজশাহী .....আসামীগণ।

প্রতিনিধিগন ঃ ১। জনাব মোঃ কোরবান আলী বাদী পক্ষের আইনজীবি।

২। জনাব সাইফুর রহমান খান (রানা), আসামী পক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং-১১ তারিখ-০২-০১-০৬

অদ্য মামলাটি চার্জ গঠন শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি হাজিরা দাখিল করিয়াছেন এবং অপর এক দরখাস্ত দাখিল করিয়া দরখাস্তের বর্ণিত কারণে মামলাটি উঠাইয়া লইবার প্রার্থনা করিয়াছেন। আসামী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী ১নং মোঃ রফিকুল ইসলাম তোতা, ২নং মোঃ রফিকুল ইসলাম, ৩নং মোঃ নুরুল ইসলাম, ৪নং মোঃ সাইফুল ইসলাম, ৬নং শ্রী মানিক

মোহন চৌধুরী, ৭নং শ্রী তমল চন্দ্র বসাক, ৮নং মোঃ আব্দুল মালেক, ৯নং মোঃ গোলাম সিদ্দিকী, ১০নং মোঃ আনোয়ার পারভেজ, ১১নং মোঃ আবুল কালাম আজাদ, ১৪নং মোঃ আয়েজ উদ্দিন বিশ্বাস, ১৫নং মোঃ আব্দুল ওহাব আলী, ১৬নং মোঃ আতিকুর রহমান, ১৭নং মোঃ বরজাহান আলী, ১৮নং মোহাম্মদ আলী শামীম, ১৯নং মোঃ রকিবুর হাসান, ২০নং মোঃ মনজুর রহমান, ২১নং মোঃ মফিজ উদ্দিন, ২২নং মোঃ মজিবর রহমান, ২৩নং মোঃ খাইরুল ইসলাম ও ২৪নং মোঃ আবুল কাসেম এর পক্ষে হাজিরা দাখিল করিয়াছেন এবং অপর এক দরখাস্ত দ্বারা ৫নং মোঃ রাজ্জাক খাঁন টুটুল, ১২নং মোঃ আদিল ও ১৩নং মোঃ খলিলুর রহমান এর পক্ষে কারণ দর্শাইয়া সময় চাহিয়া দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন। মালিক ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমে (১) জনাব এ্যাডঃ মোতাহার হোসেন ও (২) জনাব মোঃ আলাউদ্দিন খান কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি পেশ করা হইল।

শুনিলাম। আসামী পক্ষের সময়ের দরখাস্ত মঞ্জুর করা হইল। অভিযোগকারী পক্ষের দাখিলী মামলাটি উঠাইয়া লইবার দরখাস্তের প্রেক্ষিতে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ ফজরে রাব্বী আলাল অভিযোগকারীর জবানবন্দী রেকর্ড করিয়া পরীক্ষিত হইল। পি, ডব্লিউ-১ মোঃ ফজলে রাব্বী আলালের রেকর্ডকৃত জবানবন্দী এবং মামলাটি উঠাইয়া লইবার দরখাস্ত পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। পি, ডব্লিউ-১ মোঃ ফজলে রাব্বী আলালের রেকর্ডকৃত জবানবন্দী এবং দরখাস্ত পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, অভিযোগকারী প্রতিপক্ষ অসামীগণের সহিত বিরোধ আপোষ মিমাংসা করিয়া নিয়াছেন এবং তৎপ্রেক্ষিতে মামলাটি পরিচালনা করিতে ইচ্ছুক নহেন এবং মামলাটি প্রত্যাহার করিয়া লইবার আবেদন করেছেন। মামলায় বর্ণিত অপরাধের ধারা মিমাংসাযোগ্য। সুতরাং অভিযোগকারীর রেকর্ডকৃত সাক্ষ্য দৃষ্টে বাদীর আপোষ মিমাংসা সূত্রে মামলাটি উঠাইয়া লইবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে এবং তৎপ্রেক্ষিতে প্রতিপক্ষ-আসামীগণ অভিযোগের দায় থেকে অব্যাহতি পাইবার হকদার মর্মে অত্র আদলাত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪৮ ধারার বিধানে মিমাংসা সূত্রে প্রত্যাহারযোগ্য হওয়ায় দরখাস্তটি মঞ্জুর করা হইল।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে

অত্র ফৌজদারী মামালার আসামী রফিকুল ইসলাম তোতা, রফিকুল ইসলাম, নুরুল ইসলাম নুরু, সাইরুল ইসলাম, রাজ্জাক খাঁন টুটুল, মানিক মোহন চৌধুরী, তমল চন্দ্র বসাক, আব্দুল মালেক, গোলাম সিদ্দিকী সুনু, আনোয়ার পারভেজ, আবুল কালাম আজাদ, আদিল, খলিলুর রহমান, আয়েজ উদ্দিন বিশ্বাস, আঃ ওহাব আরী, আতিকুর রহমান বাবু, বরজাহান আলী, মোহাম্মদ আলী শামীম, রকিকুর হাসান, মনজুর রহমান, মফিজ উদ্দিন, মজিবর রহমান, খাইরুল ইসলাম এবং আবুল কাসেম গণের প্রত্যেককে আনীত অভিযোগের দায় হইতে ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪৮ ধারার বিধান মোতাবেক অব্যাহতি দেওয়া গেল এবং তাহাদেরকে বেল বন্ডের দায় থেকেও ডিসচার্জ করা হইল।

মোঃ আবদুল সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রমিক আদালত, রাজশাহী।

অভিযোগ মামলা নং-২/২০০৫

শ্রী নরেশ চন্দ্র, পিতা-মৃত কৃষ্ট চন্দ্র, সাং-খামারকান্দি, থানা-শেরপুর, জেলা-বগুড়া, ড্রাইভার, নজরুল ইসলাম রাইছ মিল, শেরপুর, বগুড়া—দরখাস্তকারী।

বনাম

স্বত্ত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপক, মোঃ নজরুল ইসলাম রাইছ মিল, ফুলবাড়ী ঘাট, পার শেরপুর, থানা-শেরপুর, জেলা বগুড়া—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধি ঃ ১। জনাব চিত্ত রঞ্জন বসাক, দরখাস্তকারীর পক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং-৫, তাং ২৫-০১-০৬.

অদ্য মামলাটি এডি ফেরতের জন্য দিন ধার্য আছে। প্রতিপক্ষের প্রতি রেজিস্ট্রী নোটিশ জারী অন্তে এডি ফেরত আসে নাই। দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী এক দরখাস্ত দাখিল করিয়া মামলাটি প্রত্যাহার করিয়া লইবার জন্য আবেদন করিয়াছেন। নথি আদেশের জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন।

মামলাটি উঠাইয়া লইবার দরখাস্তের পোষকতায় P. W. ১ শ্রী নরেশ চন্দ্র অভিযোগকারীর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হইল। রেকর্ডকৃত জবানবন্দী ও দরখাস্তটি পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, অভিযোগকারী আপোষ মীমাংসা সূত্রে মামলাটি পরিচালনা করিবেন না এবং মামলাটি প্রত্যাহারের অনুমতি চেয়েছেন। সুতরাং দরখাস্তটি মঞ্জুরযোগ্য মর্মে আদালত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সংগে আলোচনা ও পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাই মামলাটি উঠাইয়া লইবার দরখাস্তটি মঞ্জুর হয় এবং ;

আদেশ হইল যে,

অত্র অভিযোগ মামলাটি অভিযোগকারীকে প্রত্যাহার করিবার অনুমতি দেওয়া হইল এবং তৎসহ মামলাটি নিষ্পত্তি করা হইল।

মোঃ আবদুল সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ- মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত ও মজুরী পরিশোধ কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী।

রায় প্রদানের তারিখঃ- ২৬শে ফেব্রুয়ারি ২০০৬

পি, ডাব্লিউ, মামলা নং-১৩/২০০৫

মোঃ আবুল হোসেন মন্ডল, পিতা-মৃত কলিম উদ্দিন,
সাং ও ডাক-পুরানাপৈল, থানা ও জেলা-জয়পুরহাট,
অবসরপ্রাপ্ত ষ্টোর কিপার, জয়পুরহাট চুনাপাথর খনি ও
সিমেন্ট প্রকল্প, পোঃ, থানা ও জেলা-জয়পুরহাট—দরখাস্তকারী

বনাম

১। জয়পুরহাট চুনাপাথর খনি ও সিমেন্ট প্রকল্প পক্ষে প্রকল্প ব্যবস্থাপক,

২। প্রকল্প ব্যবস্থাপক, জয়পুরহাট চুনাপাথর খনি ও সিমেন্ট প্রকল্প,

উভয়ের ঠিকানা-জয়পুরহাট চুনাপাথর খনি ও সিমেন্ট প্রকল্প এলাকা, ডাক, থানা ও জেলা-জয়পুরহাট।

৩। মহাব্যবস্থাপক (মাইনিং), পেট্রোবাংলা, পেট্রো সেন্টার, ৩, কাওরান বাজার বা/এ, ঢাকা-১২১৫
—প্রতিপক্ষগণ।

প্রতিনিধিগণঃ- ১। জনাব সাইফুর রহমান খান (রানা), দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।

২। জনাব মোঃ আবুল হাসনাত বেগ, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

রায়

ইহা দরখাস্তকারী মোঃ আবুল হোসেন মন্ডল, ষ্টোর কিপার, জয়পুরহাট চুনাপাথর খনি ও সিমেন্ট প্রকল্প, জয়পুরহাট কর্তৃক ১৯৩৬ সালের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষগণকে তাহার চাকুরীর অর্জিত ছুটির খাতে ২২,২৪২/-টাকা, ২ মাসের আনুতোষিক/ক্ষতিপূরণ বাবদ ৮,০৯০/-টাকা এবং বিলম্বজনিত ২৫% ক্ষতিপূরণ বাবদ ৭,৫৮৩/-টাকা একুনে সর্বমোট ৩৭,৯১৫/-টাকা প্রদানের আদেশের নিমিত্তে মামলাটি আনীত হইয়াছে।

দরখাস্তকারী/বাদীর মামলার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, দরখাস্তকারী ১ নং জয়পুরহাট চুনাপাথর খনি ও সিমেন্ট প্রকল্পে ১৫-৩-৮০ ইং তারিখে টাইপিষ্ট-কাম-ক্লার্ক পদে যোগদান করিয়া চাকুরী জীবন সমাপ্ত করিলে ১০-৯-০১ ইং তারিখে অবসরে যান এবং ঐ সময়ে তাহার সর্বশেষ মূল বেতন ছিল ৪,০৪৫/-টাকা। তাহার চাকুরী জীবনের এল, পি, আর, শেষ হয় ৯-৯-০১ ইং তারিখে। চাকুরীতে কোন পেনশনের ব্যবস্থা ছিল না। দরখাস্তকারীসহ ৪ জন ব্যক্তির আনুতোষিক ও প্রস্তুতিমূলক ছুটি নগদীকরন বিবরণী ৯-১-২০০১ ইং তারিখে প্রস্তুত হইলেও পরবর্তীতে কর্তৃপক্ষ ঐ হিসাব বিবরণী না মেনে কোন কারণ ছাড়াই ১৬৫ দিনের অর্জিত ছুটি যাতে পাওনা ২২,২৪২/-টাকা কেটে রাখেন এবং একই সংগে ২ মাসের আনুতোষিক খাতে মজুরী পাওনা বাবদ ৮,০৯০/- টাকা কেটে রাখেন।

জনৈক অবসরপ্রাপ্ত ফজলুর রহমানসহ ১০ জনকে এক বৎসরের অর্জিত ছুটির সুবিধা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু দরখাস্তকারীকে সদর দপ্তর হইতে অনুমোদিত হইলেও পরবর্তীতে প্রদান করেন নাই। দরখাস্ত কারী অসুস্থতা ও অর্থনৈতিক সংকটের কারণে ১৬-২-২০০২ ইং তারিখে ৯৩,৩৯৮/-টাকার চেক গ্রহণ করেন। দরখাস্তকারী মামলাটি দায়ের করিতে ২ বৎসর ৯ মাস বিলম্বজনিত তামাদি খন্ডন চেয়েছেন মজুরী পরিশোধ আইনের বিধান মোতাবেক। দরখাস্তকারী অর্জিত খাতে ২২,২৪২/-টাকা, ২ মাসের আনুতোষিক/ক্ষতিপূরণ ৮,০৯০/-টাকা এবং বিলম্বজনিত ২৫% ক্ষতিপূরণ বাবদ ৭,৫৮৩/-টাকা এক্ষণে সর্বমোট ৩৭,৯১৫/- টাকা প্রদানের আদেশ পাইবার আইনতঃ হকদার হইতেছেন। সুতরাং দরখাস্তকারীকে তাহার চাকুরীর মজুরীর সুবিধা বাবদ ক্ষতিপূরণ সহ সর্বমোট ৩৭,৯১৫/-টাকা প্রতিপক্ষগণ কর্তৃক প্রদানের আদেশের জন্য মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(২) ধারায় মামলাটি আনয়ন করা হইয়াছে।

অপর দিকে ১/২ নং প্রতিপক্ষ ওকালতনামাসহ হাজির হইয়া লিখিত জবাব দাখিল করিয়া মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া বলেন যে, অত্র আকারে মামলাটি দায়ের করিবার কোন কারণ নাই, মামলাটি সচলযোগ্য নহে, মামলাটি তামাদি দোষে বারিত এবং অত্র আদালতের এখতিয়ার বহির্ভূত।

১/২ নং প্রতিপক্ষের জবাবে সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, দরখাস্তকারী ১৫-৩-১৯৮০ ইং তারিখে "নো ওয়ার্ক নো পে" ভিত্তিতে প্রকল্পের কাজে যোগদান করেন এবং যোগদানের সময় তাহার বয়স ছিল ৩৫ বৎসর। পরবর্তীতে প্রকল্প ভিত্তিতে দরখাস্তকারী চাকুরীর নিয়মিত করা হইলে চাকুরীর মেয়াদ শেষে ১০-৯-০১ ইং তারিখে দরখাস্তকারী চাকুরী থেকে চূড়ান্ত অবসরে যান। বাদী আবুল হোসেনের চাকুরী জীবনে গ্র্যাচুয়িটি বাবদ ১,৬১,৮০০/- টাকার বিল হয় এবং উহা হইতে অগ্রীম গৃহীত ৬৮,৪০১/৩৮ টাকা সমন্বয় অন্তবর্তী ৯৩,৩৯৮/-টাকা বাদী ১৯-২-২০০২ইং তারিখের চেক নং-৪১৯৫০১৮ মূলে গ্রহণ করেছেন। বাদীর দাবীকৃত ২ মাসের আনুতোষিক বাবদ ৮,০৯০/- টাকা কর্তনের বিষয়টি সঠিক নহে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারকের প্রেক্ষিতে বাদীর অর্জিত ছুটি পাওনা হয় ২০৩ দিন এবং তিনি চাকুরীকালে ১৬৫ দিন ছুটি নগদীকরণ ভোগ করায় প্রাপ্য ৩৮ দিনের ছুটি নগদীকরণ সুবিধা বাদীকে প্রদান করা হইয়াছে। বাদী চাকুরী জীবনে বিধি ও আইন মোতাবেক ৩৬৫ দিনের বেশী ছুটি পাইবার অধিকার নহেন। বাদী ১৬৫ দিনের কর্তনকৃত ছুটি নগদীকরন পুনরায় দাবী করিয়াছেন যাহা আইনানুগ নহে। সুতরাং বাদীর দাবীকৃত মতে কোন টাকা এবং ২৫% ক্ষতিপূরণের টাকা পাইবার আইনতঃ হকদার নহেন। বাদীর মামলাটি তামাদি দোষে বারিত এবং প্রতিপক্ষকে হয়রানী করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা মামলা দায়ের করায় মামলাটি খারিজযোগ্য হইতেছে।

বিবেচ্য বিষয়সমূহঃ—

(১) দরখাস্তকারী মামলাটি অত্রাকারে আইনতঃ সচলযোগ্য কি না ?

(২) অত্র মামলাটি কি তামাদি দোষে বারিত ?

(৩) দরকাস্তকারী মোঃ আবুল হোসেন মন্ডল কি তাহার চাকুরী অবসরকালীন অর্জিত ছুটি খাতে মজুরী, আনুতোষিক মজুরীসহ ক্ষতিপূরণ বাবদ সর্বমোট ৩৭,৯১৩/-টাকা প্রতিপক্ষের নিকট থেকে আদায়ের আদেশ পাইবার আইনতঃ হকদার ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ—

১-৩ নং বিবেচ্য বিষয়সমূহ পরস্পর সম্পর্কমুক্ত হওয়ায় আলোচ্য ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে একত্রে গৃহীত হইল। মামলাটির চূড়ান্ত শুনানীকালে দরখাস্তকারী/বাদী পক্ষে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আবুল হোসেন মন্ডল, পি, ডাব্লিউ-২ মাহফুজুল হক বসুনিয়া, সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা, জয়পুরহাট চুনাপাথর খনি ও সিমেন্ট প্রকল্প ২ জন মৌখিক স্বাক্ষী ও জেরা গৃহীত হয় এবং বাদী পক্ষের কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক), ২, ৩, ৩(ক), ৩(খ), ৪ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। অপরদিকে প্রতিপক্ষে ডি, ডাব্লিউ-১ মাহফুজুল হক বসুনিয়া, সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা, জয়পুরহাট চুনাপাথর খনি ও সিমেন্ট প্রকল্প, জয়পুরহাট একজন মৌখিক স্বাক্ষীর জবানবন্দী জেরা গৃহীত হয় এবং প্রতিপক্ষের দাখিলী এক্সিবিট-ক, ক(১), ক(২), খ, খ(১)-খ(৪), গ, গ(১), ঘ, ঙ, চ, চ(১) ছ, ছ(১) হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। স্বীকৃত মতেই দরখাস্তকারী মোঃ আবুল হোসেন মন্ডল প্রতিপক্ষ জয়পুরহাট চুনাপাথর খনি ও সিমেন্ট প্রকল্পে ১৫-৩-৮০ ইং তারিখে অস্থায়ীভাবে চাকুরীতে যোগদান করতঃ স্থায়ী ও পদোন্নতিক্রমে ষ্টোর কিপার হন এবং চাকুরী জীবন সমাপ্ত করিয়া ১০-৯-২০০১ ইং তারিখে চূড়ান্ত অবসরে যান। সুতরাং স্বীকৃত মতেই দরখাস্তকারী আবুল হোসেন মন্ডল ২১ বৎসর ৫ মাস ২৪ দিন চাকুরী সম্পাদন করিয়া ৫৭ বৎসর বয়স পূর্তিতে ১০-৯-০১ ইং তারিখে চূড়ান্ত অবসরে যান এবং অবসরে যাওয়ার প্রাক্কালে দরখাস্তকারীর সর্বশেষ মাসিক মূল বেতন ছিল ৪,০৪৫/-টাকা। প্রতিপক্ষের দাখিলী এক্সিবিট-ছ দরখাস্তকারীর পার্সোনাল ফাইলে রক্ষিত এক্সিবিট-ছ(১) প্রতিপক্ষ জয়পুরহাট চুনাপাথর খনি ও সিমেন্ট প্রকল্পের ব্যবস্থাপক পক্ষে সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা জনাব মাহফুজুল হক বসুনিয়া কর্তৃক স্বাক্ষরিত ২০-৪-০২ ইং তারিখের স্মারক নং-প্রঃ-/৮/১৬৮ মূলে উক্ত সর্বশেষ মূল বেতন ৪,০৪৫/- টাকার বিষয়ে করবরেশন রহিয়াছে। দরখাস্তকারী আবুল হোসেন মন্ডল মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(২) ধারা মোতাবেক ২ মাসের আনুতোষিক খাতে ৮,০৯০/- টাকা এবং অর্জিত ছুটি নগদীকরন বাবদ ২২,২৪২/- টাকা এবং বিলম্বজনিত ২৫% ক্ষতিপূরণসহ সর্বমোট ৩৭,৯১৫/- টাকা প্রদানের আদেশ চেয়েছেন।

দরখাস্তকারী অভিযোগের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল এই যে, দরখাস্তকারী সহ ৪ জন ব্যক্তির আনুতোষিক ও প্রস্তুতিমূলক ছুটি নগদীকরণ বিবরণী ৯-১-২০০১ ইং তারিখে সঠিকভাবে প্রস্তুত হইলেও প্রতিপক্ষ পরবর্তীতে কোন কারণ ছাড়াই ১৬৫ দিনের অর্জিত ছুটি বেআইনী ও দোবারা মতে কর্তন করেন এবং একইসংগে ২ মাসের আনুতোষিক খাতে মজুরী পাওনা বাবদ ৮,০৯০/- টাকা প্রদান করেন নাই। দরখাস্তকারী অর্থনৈতিক সংকটের কারণে ১১-২-০২ ইং তারিখে অর্জিত ছুটি নগদীকরণ সহ সর্বমোট ৯৩,৩৯৮/৬২ টাকা গ্রহণ করেছেন এবং দরখাস্তকারীর দাবী হতে প্রতিকার পাইবার আবেদন করেন। অপরদিকে প্রতিপক্ষের জবাবের বক্তব্য হতে দরখাস্তকারীর গ্র্যাচুয়িটি খাতে ১,৬১,৮০০/ টাকার বিল থেকে অগ্রিম গৃহীত টাকা সমন্বয় অন্তবর্তী ৯৩,৩৯৮/৬২ টাকা চেকমূলে প্রদানের বিষয় উল্লেখ করেন এবং আরও উল্লেখ করেন যে, দরখাস্তকারীর ২ মাসের অনুতোষিক বাবদ ৮,৯০৯/-টাকার দাবী সঠিক নহে এবং দরখাস্তকারীকে ১৬৫ দিনের ছুটি নগদীকরণ ভোগ করায় প্রাপ্য অর্জিত ছুটি ২০৩ দিন থেকে ১৬৫ দিন বাদ দিয়া বাকী ৩৮ দিনের ছুটি নগদীকরণ সুবিধা প্রদান করা হইয়াছে। দরখাস্তকারীর দাবী আইনানুগ না হওয়ায় মামলাটি বাতিলযোগ্য।

পক্ষগণ নিজ নিজ পক্ষে মৌখিক ও দালিলিক ও স্বাক্ষী প্রদান করেছেন। দরখাস্তকারী পক্ষে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আবুল হোসেন মন্ডল, পি, ডাব্লিউ-২ মাহফুজুল হক বসুনিয়া, সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা, জয়পুরহাট চুনাপাথর খনি ও সিমেন্ট প্রকল্প সহ ২ জন মৌখিক স্বাক্ষী পরীক্ষা করেন এবং কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক), ২, ৩, ৩(ক), ৩(খ), ৪ হিসাবে প্রমানে আনেন। অপরদিকে প্রতিপক্ষে ডি, ডাব্লিউ-১ মাহফুজুল হক বসুনিয়া, জয়পুরহাট চুনাপাথর খনি ও সিমেন্ট প্রকল্পের সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা মৌখিক স্বাক্ষী হিসাবে পরীক্ষিত হন এবং প্রতিপক্ষে দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-ক, ক(১), ক(২),খ, খ(১)-খ(৪), গ, গ(১), ঘ, ঙ, চ, চ(১), ছ,ছ(১) হিসাবে প্রমানে চিহ্নিত হইয়াছে। পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আবুল হোসেন মন্ডল দরখাস্তকারী স্বয়ং আরজির বক্তব্য মতে দাবীর স্বপক্ষে করবরেটিভ স্বাক্ষ দিয়াছেন এবং ১৬-২-০২ ইং তারিখের ছুটি নগদীকরণ খাতে ২১,১৩০/- টাকাসহ অন্যান্য খাতের সর্বমোট ৯৩,৩৯৮/৬২ টাকা চেকমূলে গ্রহণের বিষয় স্বীকার করেছেন। এবং আরও স্বীকার করেছেন যে, ২০ বৎসর চাকুরীকালের জন্য ৪০ মাসের গ্র্যাচুয়িটির টাকা পেয়েছেন। ডি, ডাব্লিউ মাহফুজুল হক বসুনিয়া, সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা, জয়পুরহাট চুনাপাথর খনি ও সিমেন্ট প্রকল্প জেরায় অকপটে স্বীকার করেছেন যে, দরখাস্তকারী আবুল হোসেন মন্ডল আনুতোষিক খাতে ২ মাসের মূল বেতনের সমপরিমান টাকা পেতে হকদার আছেন এবং দরখাস্তকারী আবুল হোসেন মন্ডল প্রভিডেন্ট ফান্ডের ১০% ঘাটতির জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী নহেন। প্রতিপক্ষের দাখিলী এক্সিবিট-'গ' দরখাস্তকারীর গৃহীত মজুরী পাওনার বিল দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, দরখাস্তকারীকে ৪০ মাসের গ্র্যাচুয়িটির সুবিধা প্রদান করা হইয়াছে কিন্তু প্রাপ্ত স্বাক্ষ্যে আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, স্বীকৃত মতেই দরখাস্তকারী আবুল হোসেন মন্ডলের সর্বমোট চাকুরীকাল ২১ বৎসর ৫ মাস ২৪ দিন হওয়ায় গ্র্যাচুয়িটি খাতে তিনি ৪২ মাসের সর্বশেষ মূল বেতনের সমপরিমাণ টাকা পাইবার আইনতঃ হকদার। সেক্ষেত্রে দরখাস্তকারী আবুল হোসেন মন্ডল আনুতোষিক খাতে আরও ২ মাসের মূল বেতনের সম পরিমান অর্থ্যাৎ (৪,০৪৫×২)=৮,০৯০/- টাকা পাইবার আইনত হকদার হইতেছেন মর্মে আদালত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। দরখাস্তকারী আবুল হোসেন মন্ডলের চাকুরীর অর্জিত ছুটি খাতে ২২,২৪২/- টাকা দাবী করেছেন। পি, ডাব্লিউ-১ আবুল হোসেন মন্ডল স্বাক্ষতে সুনির্দিষ্টিভাবে উল্লেখ করেছেন যে, ১৬৫ দিনের অর্জিত ছুটি খাতে তাহার পাওনা দাঁড়ায় (৪,০৪৫×৫$\frac{১}{২}$)=২২,২৪৭/৫০ টাকা কিন্তু কোন কারণ ছাড়াই অর্জিত ছুটি খাতের ১৬৫ দিনের পাওনা বেআইনীভাবে কেটে রেখেছেন। পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আবুল হোসেন মন্ডল অবশ্য জেরায় স্বীকার করেছেন যে, তিনি ৩৮ দিনের ছুটি নগদীকরন সুবিধা পেয়েছেন। বাদীর দাখিলী এক্সিবিট-১(ক) এবং ৩(খ) প্রতিপক্ষ অফিস কর্তৃক প্রস্তুতকৃত অর্জিত ছুটি সংক্রান্ত বিবরণীদ্বয় দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দরখাস্তকারী আবুল হোসেনের অর্জিত ছুটির পাওনা জমাকৃত মোট ২৪৩ দিন থেকে নগদীকরণ ১৬৫ দিন বাদ দিয়া ৭৮ দিন ছুটি পাওনা দেখাইয়াছেন ২৯-১০-০১ ইং তারিখের পি, এফ,/১৮৭/২৭৯ নং স্মারকে। বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী এইরূপ নিবেদন করেন যে, প্রতিপক্ষ কর্তৃপক্ষ অর্জিত ছুটি খাতে নগদীকরণ সুবিধা থেকে পূর্বের ১৬৫ দিনের ভোগকৃত নগদীকরন পুনরায় বেআইনীভাবে বাদ দিয়াছেন যাহা দরখাস্তকারী আইনতঃ পাইবার হকদার। এই প্রসংগে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী এক্সিবিট-ক স্মারকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করিয়া উল্লেখ্ করেন যে, অর্থ মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তক্রমে অবসর গ্রহনের পূর্বে যে পরিমাণ ছুটি নগদীকরন করিয়াছেন তাহা অবসরকালীন প্রাপ্য সর্বোচ্চ ১২ মাসের ছুটি নগদীকরণ হইতে বাদ দিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। প্রতিপক্ষে স্বাক্ষী ডি, ডাব্লিউ-১ মাহফুজুল হক বসুনিয়া, সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা, জয়পুরহাট চুনাপাথর খনি ও সিমেন্ট প্রকল্প এর স্বাক্ষীর স্বীকারোক্তি থেকে প্রতিয়মান হয় যে, কর্তৃপক্ষ দরখাস্তকারী ৩৮ দিনের ছুটি নগদীকরণ সুবিধা প্রদান করেছেন এবং ৪৮ দিনের ছুটি

নগদীকরন সুবিধা বাদ দিয়াছেন। ডি, ডাব্লিউ-১ মাহফুজুল হক বসুনিয়ার জেরার স্বীকারোক্তি ও এক্সিবিট-ক(২) ছুটি হিসাব বিবরণী দৃষ্টে দেখা যায় যে, দরখাস্তকারী ভোগকৃত ছুটি বাদ দিয়া অবসরকালীন ছুটি পাওনা হয় ২০৩ দিন মর্মে প্রতিপক্ষের বক্তব্যকে সমর্থন করে। কিন্তু এক্সিবিট-ক(১) ২৯-১০-২০০১ ইং তারিখের স্মারক নং পি, এফ, ১৮৭/২৭৯ আন্তঃবিভাগীয় নোট এবং এক্সিবিট-ঘ ১৩/৮/২০০০ ইং তারিখের স্মারক নং-পি, এফ,/১৮৭/৩২৪ দপ্তর আদেশে দরখাস্তকারী প্রাপ্য ছুটির পরিমাণ ২৪৩ দিন উল্লেখিত হইয়াছে। প্রাপ্ত স্বাক্ষ দৃষ্টে এবং স্বীকৃত মতেই দরখাস্ত কারীসহ প্রতিপক্ষের অফিসে কর্মরত ব্যক্তিগন অবসর প্রদানের সময় চাকুরী জীবনে তাহার যোগকৃত ছুটি নগদীকরণ সুবিধা ১২ মাস বা ৩৬৫ দিনের বেশী কোনক্রমেই পাইবার হকদার থাকিবে না এবং প্রাপ্ত ছুটি থেকে পূর্বের ভোগকৃত ছুটি নগদীকরণ সুবিধা বাদ দিতে হইবে। প্রাপ্ত স্বাক্ষ্য দৃষ্টে দেখা যায় যে, দরকাস্তকারী আবুল হোসেন মন্ডলের অবসরকালীন অর্জিত ছুটির পরিমাণ ২৪৩ দিন এবং স্বীকৃত মতেই দরখাস্তকারী চাকুরী জীবনে ছুটি নগদীকরণ সুবিধা ১৬৫ দিনের ভোগ করেছেন যাহা দিয়া পাওনা ছটির পরিমাণ দাঁড়ায় (২৪৩-১৬৫)=৭৮ দিন। সেক্ষেত্রে দরখাস্তকারী আবুল হোসেন ৩৮ দিনের ছুটি নগদীকরণ সুবিধা পেয়ে থাকিলে (৭৮-৩৮) =৪০ দিনের ছুটি নগদীকরণ সুবিধা পাইবার হকদার হইতেছেন। দরকাস্তকারীর বিলম্বজনিত ২৫% ক্ষতিপূরণের আবেদন বিবেচনা করিয়া অগ্রাহ্য করা হইল। ফলতঃ দরখাস্তকারীর মামলাটি আংশিক মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে এবং দরখাস্তকারী প্রভিডেন্ট ফান্ডের ১০% ঘাটতির জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী না হওয়ায় তিনি ৮,০৯০/- টাকা ফেরত পাইবার হকদার হইতেছেন। দরখাস্তকারীর বিলম্বজনিত তামাদির বিষয়টি বিবেচনা পূর্বক তামাদি খন্ডন করা হইল। সুতরাং দরখাস্তকারী মোঃ আবুল হোসেন মন্ডল কর্তৃক দায়েকৃত অত্র পি, ডাব্লিউ, মামলাটি আংশিক মঞ্জুরযোগ্য মর্মে অত্র আদালত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সুতরাং মামলাটি তামাদি দোষে বারিত নহে মর্মে ইস্যুটি নিস্পত্তি করা হইল এবং মামলাটি সচলযোগ্য হওয়ায় দরখাস্তকারী আংশিক প্রতিকার পাইবার হকদার হইতেছেন।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অএ পি, ডাব্লিউ মামলাটি দোতরফাসূত্রে ১/২নং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এবং একতরফাসূত্রে অন্যান্য প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিনা খরচায় আংশিক মঞ্জুর (allowed in part) হয়। দরখাস্তকারী মোঃ আবুল হোসেন মন্ডলের অবসরজনিত মজুরীর গ্র্যাচুয়িটি খাতে ২ মাসের মূল বেতনের সব পরিমান (৪,০৪৫×২=৮,০৯০/-টাকা এবং অবসরজনিত ৭৮ দিনের ছুটি নগীকরন সুবিধা (ইতিমধ্যে ৩৮ দিনের ছুটি নগদীকরন সুবিধা দরখাস্তকারী প্রাপ্ত হইয়া থাকিলে তাহা সমন্বয়বর্তী প্রতিপক্ষগণকে প্রদানের নির্দেশ দেওয়া গেল। প্রতিপক্ষ উপরোক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক আদেশে বর্ণিত পাওনাদি নির্ধারিত ২(দুই) মাসের মধ্যে পরিশোধ করিবেন, অন্যথায় বাদী মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(৫) উপ-ধারা মোতাবেক তাহার পাওনাদি আদায় করিয়া লইতে পারিবেন।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত ও
মজুরী পরিশোধ কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিতঃ- মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত ও
মজুরী পরিশোধ কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী।

রায় প্রদানের তারিখঃ ৩০শে মার্চ ২০০৬

পি, ডাব্লিউ, মামলা নং-৫/২০০৫

মোঃ আনছার আলী, পিতা-মৃত আরাপ উদ্দীন মন্ডল,

সাং-জয়পুরহাট ষ্টেডিয়াম মোড় (তাজুর মোড়),

ডাক, থানা ও জেলা-জয়পুরহাট, অবঃ অফিস সহকারী (প্রশাসন),

জয়পুরহাট চুনাপাথর খনি ও সিমেন্ট প্রকল্প, ডাক, থানা ও জেলা-জয়পুরহাট——দরখাস্তকারী

বনাম

১। জয়পুরহাট চুনাপাথর খনি ও সিমেন্ট প্রকল্প পক্ষে প্রকল্প ব্যবস্থাপক,

২। প্রকল্প ব্যবস্থাপক, জয়পুরহাট চুনাপাথর খনি ও সিমেন্ট প্রকল্প,
উভয়ের ঠিকানা-জয়পুরহাট চুনাপাথর খনি ও সিমেন্ট প্রকল্প এলাকা,
ডাক, থানা ও জেলা-জয়পুরহাট।

৩। মহাব্যবস্থাপক (মাইনিং), পেট্রোবাংলা, পেট্রোসেন্টার,
৩, কাওরান বাজার বা/এ, ঢাকা-১২১৫----------প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধিগণ ঃ-১। জনাব সাইফুর রহমান খান (রানা), দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।

২। জনাব মোঃ আবুল হাসনাত বেগ, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

রায়

ইহা দরখাস্তকারী মোঃ আনছার আলী, অফিস সহকারী (প্রশাসন), জয়পুরহাট চুনাপাথর খনি ও সিমেন্ট প্রকল্প, জয়পুরহাট কর্তৃক ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ২৫(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষগণকে তাহার চাকুরী অবসরজনিত মজুরীর গ্যাচুয়িটি খাতে ৪৬,০১০/-টাকা, পি, এফ,খাতে কর্তনকৃত ১০% ২৪,৩৪৩/-টাকা, কর্তনকৃত ওভারটাইম বাবদ ৫,৫০২/২৮, অবসরজনিত ২৮৫ দিনের অর্জিত ছুটি নগদীকরণ খাতে ৫৬,৮৫৭/৫০ এবং ২৫% ক্ষতিপূরণ বাবদ ৩৩,১৭৬/১৪ টাকাসহ মোট ১,৬৫,৮৮০/৭০ টাকা প্রদানের আদেশের নিমিত্তে মামলাটি আনীত হইয়াছে।

দরখাস্তকারী বাদীর মামলার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, দরখাস্তকারী মোঃ আনছার আলী প্রতিপক্ষ জয়পুরহাট চুনাপাথর খনি ও সিমেন্ট প্রকল্পে ১৭-৬-৬৭ ইং তারিখে টাইপিষ্ট পদে চাকুরীতে যোগদান করিয়া পদোন্নতিক্রমে অফিস সহকারী হিসাবে ৩৪ বৎসরের চাকুরী জীবন সমাপ্ত করিয়া ৩১-১২-২০০১ ইং তারিখে অবসরে যান এবং তাহার অবসরকালে চাকুরীর সর্বশেষ মূল বেতন ছিল ৫,৯৮৫/-টাকা। তাহার চাকুরী জীবনের এল, পি, আর, শেষ হয় ৩০-১২-২০০১ ইং তারিখে এবং কর্তৃপক্ষের ২৬-১২-০১ ইং তারিখের দপ্তর আদেশে তাহার মজুরী পাওনার ছক তৈরী হয়। দরখাস্তকারী নভেম্বর/০৩ মাসে তাহার চাকুরী মজুরী সংক্রান্ত গ্র্যাচুয়িটি ৩,১০,৯৭৮/২২ টাকা বুঝিয়া

পান কিন্তু ঐ খাতে বিক্রী ৪৬,০১০/-টাকা দরখাস্তকারীকে প্রদান করেন নাই। দরখাস্তকারী পি, এফ, পাওনা খাতে ১০% এর ২৪,৩৪৩/- টাকা এবং ওভারটাইম পাওনার ৫,৫০২/২৮ টাকা বেআইনীভাবে কর্তন করা হয়। দরখাস্তকারীর অবসরজনিত ২৮৫ দিনের অর্জিত ছুটি খাতে ৫৬,৮৫৭/৫০ টাকা কোন কারণ ছাড়াই কর্তন করি রাখেন যাহা দরখাস্তকারী আইনতঃ বুঝিয়া পাইবার হকদার। সুতরাং দরখাস্তকারী বিলম্বজনিত ২৫% ক্ষতিপূরণ ৩৩,১৭৬/১৪ টাকাসহ সর্বমোট ১,৬৫,৮৮০/৭০ টাকা প্রদানের আদেশ পাইবার হকদার হইতেছেন। সুতরাং দরখাস্তকারীকে তাহার চাকুরীর মজুরীর গ্র্যাচুয়িটি খাতে অবশিষ্ট ৪৬,০১০/- পি, এফ, খাতে ১০% ২৪,৩৪৩/-,ওভারটাইম পাওনা ৫,৫০২/২৮, ২৮৫ দিনের অর্জিত ছুটি নগদীকরণের ৫৬,৮৫৭/৫০, ২৫% ক্ষতিপূরণ ৩৩,১৭৬/১৪ সহ মোট ১,৬৫,৮৮০/৭০ টাকা প্রতিপক্ষকে প্রদানের আদেশের জন্য মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(২) ধারা মোতাবেক মামলাটি আনয়ন করা হইয়াছে।

অপরদিকে ১/২ নং প্রতিপক্ষ ওকালতনামাসহ আদালতে হাজির হইয়া লিখিত জবাব দাখিল পূর্বক মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া বলেন যে, অত্র আকারে মামলাটি দায়ের করিবার কোন কারণ নাই, মামলাটি সচলযোগ্য নহে এবং তামাদি দোষে বারিত।

১/২ নং প্রতিপক্ষের জবাবের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, দরখাস্তকারী মোঃ আনছার আলী ১৭-৭-৬৭ ইং তারিখের প্রতিপক্ষ প্রকল্পের চাকুরীতে যোগদান করিয়া ৩১-১২-০১ ইং তারিখে চাকুরীর মেয়াদ শেষে চূড়ান্ত অবসর গ্রহণ করেন। দরখাস্তকারী চাকুরী থেকে অবসরে গেলে তাহার অবসরজনিত মজুরীর গ্র্যাচুয়িটি খাতে ৩৪ বৎসরের চাকুরীর জন্য ৬৮ মাসের মূল বেতন ৫,৯৮৫/- টাকা হিসাবে সমুদয় পাওনা টাকা পরিশোধ করা হইয়াছে। দরখাস্তকারীর অবসরজনিত মোট অর্জিত ছুটি ৬৯৪ দিন পাওনা হইলেও তিনি ১২ মাস বা ৩৬৫ দিনের বেশী অর্জিত ছুটি পাইবার হকদার নহেন। দরখাস্তকারীর চাকুরী জীবনে ২৮৫ দিন অর্জিত ছুটি নগদীকরণ বাদ দিয়া অবশিষ্ট ৮০ দিনের অর্জিত ছুটি নগদীকরণের টাকা কর্তৃপক্ষ বুঝাইয়া দিয়াছেন। দরখাস্তকারী অবসরজনিত বেনিফিট লওয়ার সময় কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নাই কিন্তু দীর্ঘ ১৮ মাস পরে মামলাটি মিথ্যাভাবে দায়ের করিয়াছেন। অবসরে যাওয়া কর্মকর্তা কর্মচারীদের পি, এফ, খাতে ঘাটতি থাকায় ১০% এর ২৪,৩৪৩/- টাকা করিয়া কাটিয়া রাখা হইয়াছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের ২-৭-৮৮ ইং তারিখের প্রজ্ঞাপন মূলে প্রতিপক্ষ মিলের কর্মচারীদের চাকুরী জীবনে গৃহীত নগদীকরণ সুবিধা বাদ দিয়া অবশিষ্ট নগদীকরণ সুবিধা প্রদান করা হইয়াছে। দরখাস্তকারীর মিথ্যা মামলাটিতে ২৫% ক্ষতিপূরণসহ অন্যান্য প্রতিকার পাইবার আইনতঃ হকদার নহেন। দরখাস্তকারীর মামলাটি তামাদি বারিত হওয়ায় এবং প্রতিপক্ষকে হয়রানীমূলক মিথ্যা মামলা করায় মামলাটি খারিজযোগ্য হইতেছে।

বিবেচ্য বিষয়সমূহঃ

(১) দরখাস্তকারী মামলাটির কি অত্রাকারে আইনতঃ সচলযোগ্য ?

(২) অত্র মামলাটি কি তামাদি দোষে বারিত ?

(৩) দরখাস্তকারী মোঃ আনছার আলী কি তাহার অবসরজনিত মজুরীর গ্র্যাচুয়িটি খাতে ৪৬,০১০/-টাকা, অর্জিত ছুটি খাতে ৫৬,৮৫৭/৫০, টাকা, পি, এফ, খাতে ১০% ঘাটতির ২৪,৩৪৩/- টাকা কর্তনসহ অন্যান্য কর্তন এবং ২৫% ক্ষতিপূরণসহ সর্বমোট ১,৬৫,৮৮০/৭০ টাকা প্রতিপক্ষের নিকট থেকে আদায়ের আদেশ পাইবার আইনতঃ হকদার হইতেছেন ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ

১—৩ নং বিবেচ্য বিষয়সমূহ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় আলোচ্য ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে একত্রে গৃহীত হইল। মামলাটির চূড়ান্ত শুনানীকালে দরখাস্তকারী পক্ষে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আনছার আলী, পি, ডাব্লিউ-২ মাহফুজুল হক বসুনিয়া, সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা, জয়পুরহাট চুনাপাথর খনি ও সিমেন্ট প্রকল্প মোট ২ জন মৌখিক সাক্ষী গৃহীত হয় এবং দরখাস্তকারী পক্ষে দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ২, ৩, ৩(ক), ৪, ৫, ৬, ৬(ক), ৬(খ) হিসাবে প্রমানে চিহ্নিত হয়। অপরদিকে প্রতিপক্ষে পি ডাব্লিউ-১ মাহফুজুল হক বসুনিয়া, সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা, জয়পুরহাট চুনাপাথর খনি ও সিমেন্ট প্রকল্প, জয়পুরহাট একজন মৌখিক স্বাক্ষী পরীক্ষিত হয় এবং প্রতিপক্ষের দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-ক, খ, খ(১), গ, গ(১), ঘ, ঘ(১)-ঘ(৩), ও হিসাবে প্রদানে চিহ্নিত হয়। স্বীকৃত মতেই দরখাস্তকারী মোঃ আনছার আলী, অফিস সহকারী, জয়পুরহাট চুনাপাথর খনি ও সিমেন্ট প্রকল্পে ১৭-৭-৬৭ ইং তারিখে চাকুরীতে যোগদান করিয়া পদোন্নতিক্রমে অফিস সহকারী হিসাবে চাকুরী জীবন সমাপ্ত করিয়া ৩১-১২-০১ ইং তারিখে চূড়ান্ত অবসরে যান। স্বীকৃত মতেই দরখাস্তকারী মোঃ আনছার আলী ৩৪ বৎসর (প্লিভিংস দৃষ্টে) চাকুরী জীবন সম্পন্ন করিয়া ৫৭ বৎসর বয়স পূর্তিতে ৩১-১২-০১ ইং তারিখে চূড়ান্ত অবসরে যান এবং অবসরে যাওয়ার প্রাক্কালে দরখাস্তকারীর সর্বশেষ মূল বেতন ছিল ৫,৯৮৫/-। প্রতিপক্ষের দাখিলী এক্সিবিট-ঘ দরখাস্তকারীর পারসোনাল ফাইলে রক্ষিত এক্সিবিট-ঘ(২) ও দরখাস্তকারী এক্সিঃ ৩ দৃষ্টে প্রতিপক্ষ জয়পুরহাট চুনাপাথর খনি ও সিমেন্ট প্রকল্পের ব্যবস্থাপক পক্ষে সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা মোঃ মাহফুজুল হক বসুনিয়া কর্তৃক ২০-৪-০২ ইং তারিখের প্রঃ /৮/১৬৬ স্মারকমূলে উক্ত সর্বশেষ মূল বেতন ৫,৯৮৫/- টাকার বিষয়ে করবরেশন রহিয়াছে। দরখাস্তকারী মোঃ আনছার আলী মামলাটিতে মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(২) ধারা মোতাবেক চাকুরীর মজুরীর পি, এফ, খাতে ঘাটতিজনিত কারণে ১০% কর্তনকৃত ২৪,৩৪৩/- টাকা, গ্র্যাচুয়িটি খাতে ৪৯,০১০/- টাকা, কর্তনকৃত ওভারটাইম বাবদ ৫,৫০২/২৮ টাকা, অবসরজনিত ২৮৫ দিনের অর্জিত ছুটি খাতে ৫৬,৮৫৭/৫০ টাকা, এবং ২৫% বিলম্বজনিত ক্ষতিপূরণ বাবদ ৩৩.১৭৬/১৪ টাকা একুনে সর্বমোট ১,৬৫,৮৮০/৭০ টাকা আদায়ের আদেশ প্রদানের জন্য মামলাটি আনয়ন করেছেন। দরখাস্তকারীর মামলার সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল মর্মে যে, প্রতিপক্ষ জয়পুরহাট চুনাপাথর খনি ও সিমেন্ট প্রকল্প অফিসের ২৬-১২-০১ ইং তারিখের স্মারক নং-পি, এফ/৬০/৪৩১ এক্সিবিট- ঘ(৩) মূলে দরখাস্তকারী মজুরী পাওনার ছক তৈরী করিলেও তৎ মোতাবেক দরখাস্তকারীকে মজুরীর টাকা প্রদান করেন নাই। তাহাকে শুধু মজুরীর গ্র্যাচুয়িটি খাতে ৩,৬০,৮৭৮/২২ টাকা পরিশোধ করেছেন এবং পি, এফ, খাতে ঘাটতিজনিত ১০% পাওনা ২৪,৩৪০/-, ওভারটাইম পাওনা ৫,৫০২/২৮, অবসরজনিত ২৮৫ দিনের অর্জিত ছুটি খাতে ৫৬,৮৬৭/৫০ বেআইনীভাবে কর্তন করেছেন যাহা দরখাস্তকারী আইনতঃ বুঝিয়া পাইবার হকদার বিলম্বজনিত ক্ষতিপূরণসহ। অপরদিকে প্রতিপক্ষের জবাবের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, দরখাস্তকারীর ৩৪ বৎসর চাকুরী জীবনের জন্য ৬৮ মাসের মূল বেতনের সমুদয় টাকা, চাকুরী জীবনের ২৮৫ দিনের ভোগকৃত অর্জিত ছুটি নগদীকরণ বাদ দিয়া অবশিষ্ট ৮০ দিনের ছুটি নগদীকরণের টাকা বুঝাইয়া দিয়াছেন। পি, এফ, ঘাটতি জনিত কারণে অবসরে যাওয়া কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ১০% এর ২৪,৩৪৩/-টাকা কেটে রাখা হয়েছে। দরখাস্ত কারীর মিথ্যা মামলায় কোন প্রতিকার পাইবার হকদার নহেন বিধায় মামলাটি খারিজযোগ্য।

পক্ষগণ নিজ নিজ মামলা প্রমাণে মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষী প্রদান করেছেন। দরখাস্তকারী পক্ষে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আনছার আলী বাদী স্বয়ং এবং পি, ডাব্লিউ-২ মাহফুজুল হক বসুনিয়া সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা, জয়পুরহাট চুনাপাথর খনি ও সিমেন্ট প্রকল্পসহ ২ জন মৌখিক সাক্ষী পরীক্ষিত হয়েছে এবং দরখাস্তকারীর দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ২, ৩, ৩(ক), ৪, ৫, ৬, ৬(ক), ৬(খ) হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। অপরদিকে প্রতিপক্ষে ডি, ডাব্লিউ-১ মাহফুজুল হক বসুনিয়া, সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা, জয়পুরহাট চুনাপাথর খনি ও সিমেন্ট প্রকল্প সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষিত হয় এবং প্রতিপক্ষের দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-ক, খ, খ(১), গ, গ(১), ঘ, ঘ(১), ঙ হিসাবে প্রমাণে আনেন। পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আনছার আলী অফিস সহকারী দরখাস্তকারী স্বয়ং আরজির বক্তব্য মতে দাবীর স্বপক্ষে করবরেটিভ সাক্ষ্য দিয়াছেন। কিন্তু এই সাক্ষী জেরায় স্বীকার করেছেন যে, ১৮-১১-০৩ ইং তারিখ বিলের মাধ্যমে ৩,৬০,৯৭৮/২২ টাকা বুঝে পেয়েছেন এবং দরখাস্তকারীর উক্ত স্বীকারোক্তি যাহা প্রতিপক্ষের দাখিলী এক্সিবিট-ঙ বিলের মাধ্যমে ১৮-১১-০৩ ইং তারিখে পরিশোধিত হইয়াছে মর্মে করবরেশন পাওয়া যায়। এক্সিবিট-ঙ বিলটি পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, দরখাস্ত কারী মোঃ আনছার আলীকে ৩৪ বৎসর চাকুরী জীবনের জন্য ৬৮ মাসের মূল বেতন (৫,৯৮৫/-×৬৮)=৪,০৬,৯৮০/- টাকা গ্র্যাচুয়িটি খাতে বিল করা হয়েছিল এবং উক্ত বিল থেকে পি, এফ, খাতে ঘাটতিজনিত কর্তন ২৪,৩৪৩/-জ্বালানী খাতে ২,১৮৫/- ক্রয় খাতে ১,২৪০/৪০, উৎসব বোনাস ৪,২০০/-সহ অন্যান্য খাত এবং অর্জিত ছুটি নগদীকরণ এর ২,২৯৩/৫০ একুনে সর্বমোট ৪৬,০৭৮/- টাকা কর্তন দেখানো হইয়াছে। স্বীকৃত মতেই এবং প্লিডিংস পর্যালোচনায় দরখাস্তকারী মোঃ আনছার আলী তাহার ৩৪ বৎসর চাকুরী জীবনের জন্য গ্র্যাচুয়িটি খাতে ৬৮ মাসের মূল বেতনের সম পরিমাণ অর্থাৎ (৫,৯৮৫×৬৮)= ৪,০৬৯৮০/- টাকা পাইতে হকদার এবং তৎ মোতাবেক এক্সিবিট-ঙ পাওনার বিল প্রস্তুত হয় কিন্তু এক্সিবিট-ঙ দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ পি, এফ, খাতে ঘাটতিজনিত ১০% ২৪,৩৪৩/- টাকাসহ বিভিন্ন খাতে সর্বমোট ৪৬,০০১/৭৮ টাকা কর্তন করেছেন। সুতরাং অত্র আদালতের নিকট প্রতিপক্ষ কর্তৃক বিভিন্ন খাতে কর্তনকৃত ৪৬,০০১/৭৮ টাকা আইনানুগ কি না তাহাই অনুসন্ধানের বিষয়। দরখাস্তকারী পি, এফ, খাতে ঘাটতিজনিত ১০% এর ২৪,৩৪৩/-টাকা, অর্জিত ছুটি নগদীকরণ ১ বৎসর অর্থাৎ ৩৬৫ দিনের সহ অন্যান্য বিভিন্ন খাতে কর্তনকৃত টাকা পাইবার এবং ২৫% ক্ষতিপূরণসহ সর্বমোট ১,৬৫,৮৮০/৭০ টাকা আদায়ের আদেশ পাইবার নিমিত্ত মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(২) ধারায় মামলাটি আনয়ন করেছেন। এক্সিবিট-ঙ বিল দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ গ্র্যাচুয়িটি খাতে সঠিকভাবেই ৬৮ মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ (৫,৯৮৫×৬৮)=৪,০৬,৯৮০/- টাকার বিল করেছিলেন। সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত আরও গ্র্যাচুয়িটি খাতে দাবীকৃত টাকা পাইবার হকদার নহেন। তবে প্রতিপক্ষ কর্তৃক কর্তনকৃত টাকা পাইবার আইনানুগ হকদার কি না তাহাই অনুসন্ধানের বিষয়। দরখাস্তকারী পি, এফ খাতের ১০% কর্তকৃত ২৪,৩৪৩/- টাকা দাবী করেছেন। এক্ষেত্রে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ মাহফুজুল হক বসুনিয়া সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা, জয়পুরহাট চুনাপাথর খনি ও সিমেন্ট প্রকল্প জেরায় স্বীকার করেছেন যে, দরখাস্তকারী মোঃ আনছার আলীর প্রভিডেন্ট ফান্ডের ১০% ঘাটতির জন্য কোন দায়-দায়িত্ব নাই বা ছিল না। ফলতঃ দরখাস্তকারীর পি, এফ, খাতে ১০% ২৪,৩৪৩/-টাকা কর্তন আইনানুগ হয় নাই। এই প্রসংগে

আদালত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, দরখাস্তকারীর প্রভিডেন্ট ফান্ডের বিপরীতে কর্তনকৃত ২৪,৩৪০/- টাকা আদায়ের আদেশ পাইবার হকদার হইতেছেন। দরখাস্তকারী মোঃ আনছার আলীর চাকুরীর অর্জিত ছুটি এক্সিবিট-১, ২৬-১২-০১ ইং তারিখের পি, এফ/৬০/৪৩১ সূত্রমতে ১ বৎসর অর্থাৎ ৩৬৫ দিনের ছুটি নগদীকরণ দাবী করেছেন এবং উল্লেখ করেছেন যে, তাহাকে ৮০ দিনের ছুটি নগদীকরণ সুবিধা দেওয়া হইয়াছে এবং তাহার পূর্বের ২৮৫ দিনের ছুটি নগদীকরণ সুবিধা বেআইনীভাবে কর্তন করা হইয়াছে এবং ২৮৫ দিনের অর্জিত ছুটি নগদীকরণ বাবদ ৫৬,৮৫৭/৫০ টাকা দাবী করেছেন। পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আনছার আলী জেরায় অকপটে স্বীকার করেছেন যে, ৮০ দিনের অর্জিত ছুটি পাওনা বাবদ ১৮,৯৫২/৫০ টাকা পেয়েছেন। দরখাস্তকারীর দাখিলী এক্সিবিট-১ ও ৩(ক) পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ কর্তৃক প্রদর্শিত মতে দরখাস্তকারী আনছার আলীর ৩১৫ দিনের অর্জিত ছুটি নগদীকরণ সুবিধা আদেশ মঞ্জুর হয়েছে এবং বাদীর আরজির বর্ণনা মোতাবেক ৩৬৫ দিন বা ১২ মাসের ছুটি নগদীকরণ সুবিধা চেয়েছেন। কিন্তু প্রতিপক্ষে দাখিলী এক্সিবিট-খ, খ(১) দরখাস্ত কারীর অর্জিত ছুটি সংক্রান্ত বিবরণী দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, দরখাস্তকারীর চাকুরী জীবনে অর্জিত ছুটি ৩৬৫ দিনের বেশী পাওনা হইলেও মূলতঃ ৩৬৫ দিনের ছুটি নগদীকরণ সুবিধা পাইবেন এবং দরখাস্ত কারীর অর্জিত ছুটি জমাকৃত ৩৬৫ দিন থেকে স্বীকৃত মতেই পূর্বের ২৮৫ দিন ছুটি নগদীকরণ ভোগ করায় বাকী ৮০ দিনের ছুটি পাওনা রহিয়াছে। দরখাস্তকারী পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী এইরূপ নিবেদন করেন যে, প্রতিপক্ষ অর্জিত ছুটি খাতে নগদীকরণ সুবিধা হইতে পূর্বের ভোগকৃত ২৮৫ দিন পুনরায় বেআইনীভাবে বাদ দিয়েছেন যাহা দরখাস্তকারী আইনতঃ পাইতে হকদার। এই প্রসংগে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী এক্সিবিট-ক অর্থ মন্ত্রণালয়ের ২-৭-৮৮ ইং তারিখের স্মারক নং-২৯৫(১৩) এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বক নিবেদন করেন যে, দরখাস্তকারী অবসর গ্রহণের পূর্বে যে পরিমাণ ছুটি নগদীকরণ করেছেন তাহা অবসরকালীন প্রাপ্য সর্বোচ্চ ১২ মাসের ছুটি থেকে বাদ দিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। প্রতিপক্ষের সাক্ষী পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ মাহফুজুল হক বসুনিয়া, সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা, জয়পুরহাট চুনাপাথর খনি ও সিমেন্ট প্রকল্পের স্বীকারোক্তি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, দরখাস্তকারীর অর্জিত ছুটি ৬৯৪ দিন পাওনা থাকিলেও সর্বোচ্চ ১২ মাসের পাওনা ছুটি থেকে পূর্বের ভোগকৃত ২৮৫ দিন ছুটি বাদ দিয়া বাকী ৮০ দিনের ছুটি নগদীকরণ সুবিধা পাইবার হকদার। প্রাপ্ত সাক্ষ্য দৃষ্টে এবং স্বীকৃত মতেই দরখাস্তকারীসহ প্রতিপক্ষের অফিসে কর্মরত ব্যক্তিগণ অবসর গ্রহণকালে সমুদয় চাকুরী জীবনের ভোগকৃত ছুটি নগদীকরণের সুবিধাসহ সর্বমোট ১২ মাস বা ৩৬৫ দিনের বেশী কোনক্রমেই পাইবার হকদার থাকিবেন না এবং প্রাপ্য ছুটি থেকে পূর্বের ভোগকৃত ছুটি নগদীকরণ বাদ দিতে হইবে। প্রাপ্ত সাক্ষ্য দৃষ্টে দেখা যায় যে, দরখাস্তকারী মোঃ আনছার আলীর অর্জিত ছুটির পরিমাণ ৩৬৫ দিন থেকে ভোগকৃত ২৮৫ দিন বাদ দিলে পাওনা ছুটির পরিমাণ দাঁড়ায় ৮০ দিন। সেক্ষেত্রে দরখাস্ত কারী উক্ত ৮০ দিনের ছুটি নগদীকরণ সুবিধা পাইবার আইনতঃ হকদার হইতেছেন। সুতরাং অবসরকালে তিনি অর্জিত ছুটি নগদীকরণ সুবিধা পেয়ে থাকিলে পুনরায় উহা পাইবার হকদার থাকিবেন না। কিন্তু ৮০ দিনের ছুটি নগদীকরণ সুবিধা অবসরকালে না পেয়ে থাকিলে উহা পাইবার হকদার থাকিবেন। দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষ কর্তৃক এক্সিবিট-ঙ বিলের অন্যান্য খাতে কর্তন বেআইনী তাহা দেখাইতে সক্ষম হন নাই। দরখাস্তকারী অগ্রিম গ্রহণ করিলে তাঁহা কর্তৃপক্ষের সংগত কারণেই

চূড়ান্ত বিলে কর্তন করিয়া সমন্বয় করার আইনানুগ এখতিয়ার রহিয়াছে। দরখাস্তকারী ওভারটাইম বাবদে ৫,৫০২/২৮ টাকা পাইবার হকদার তদমর্মে কোন কাগজ দেখাইতে সক্ষম হন নাই। সেক্ষেত্রে দাবীকৃত ওভারটাইম বাবদ ৫,৫০২/২৮ টাকা পাইবার আদেশ পাইবার হকদার নহেন। উপরোক্ত আলোচ্য ও পর্যলোচনা থেকে আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিপক্ষ কর্তৃপক্ষ হিসাবে পি,এল, খাতে ঘাটতিজনিত কারণে ১০%=২৪,৩৪৩/- টাকা কর্তন বেআইনী হইয়াছে কারণ পি, এফ, ঘাটতির সংগে দরখাস্তকারীর কোন দায় দায়িত্ব নাই বা দরখাস্তকারী কোন পরিমাণ চাঁদার টাকা পরিশোধ করেন নাই তাহাও দেখাইতে সক্ষম হন নাই। সুতরাং দরখাস্তকারী পি, এফ, খাতে ১০% বাবদ ২৪,৩৪৩/- টাকা এবং ৩৬৫=২৮৫=৮০ দিনের অর্জিত ছুটি নগদীকরণ সুবিধা পাইবার আইনতঃ হকদার হইতেছেন। কিন্তু গৃহীত অগ্রিম সহ অন্যান্য খাতে কর্তন বেআইনী হইয়াছে মর্মে দরখাস্তকারী প্রমাণ করিতে সক্ষম না হওয়ায় তদমর্মে কোন আদেশ দেওয়া যায় না। দরখাস্তকারীর বিলম্বজনিত তামাদির বিষয়টি সহানুভূতির সহিত বিবেচনা পূর্বক তামাদি খন্ডন করা হইল এবং দরখাস্তকারীর দাবী মতে বিলম্বজনিত ২৫% ক্ষতিপূরণের আবেদন বিবেচনা করিয়া উহা অগ্রাহ্য করা হইল। ফলতঃ দরখাস্তকারীর অত্র পি, ডাব্লিউ, মামলাটি আংশিক মঞ্জুরযোগ্য মর্মে অত্র আদালত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। দরখাস্তকারীর মামলাটির তামাদি খন্ডন করায় উক্ত ইস্যুটি দরখাস্তকারীর পক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল এবং মামলাটি সচলযোগ্য হওয়ায় দরখাস্তকারী আংশিক প্রতিকার পাইবার হকদার হইতেছেন।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র পি, ডাব্লিউ, মামলাটি দোতরফা সূত্রে ১/২ নং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এবং একতরফাসূত্রে অন্যান্য প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিনা খরচায় আংশিক মঞ্জুর (allowed in part) হয়। দরখাস্তকারী মোঃ আনছার আলী চাকুরীর অবসরজনিত মজুরী পি, এফ, খাতে কর্তনকৃত ১০% হিসাবে ২৪,৩৪৩/- টাকা এবং অবসরজনিত ৮০ দিনের অর্জিত ছুটি নগদীকরণ সুবিধা (ইতিমধ্যে উক্ত ৮০ দিনের নগদীকরণ সুবিধা প্রদান করা না হইয়া থাকিলে তাহা) প্রতিপক্ষগণকে প্রদানের নির্দেশ দেওয়া গেল। প্রতিপক্ষ উপরোক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক আদেশে বর্ণিত পাওনাদি নির্ধারিত ২(দুই) মাসের মধ্যে পরিশাধ করিবেন, অন্যথায় বাদী মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(৫) উপধারা মোতাবেক তাহার পাওনাদি আদায় করিয়া লইতে পারিবেন।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত ও
মজুরী পরিশোধ কর্তৃপক্ষ রাজশাহী।

মোঃ হোসেন মোল্লা (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, (অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত। মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।